স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় (গাইনি)
হাওড়া জেলার অন্যতম সেরা
প্রতিষ্ঠান আমতার
স্নেহা নার্সিংহোম
এখানকার কর্ণধার বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ
বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুমন সরকার।
যোগাযোগের জন্য ফোন করুন
এই নম্বরে ৯৭৩৫৬৮৯৭৭৯

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক
আলিপুর বার্তা

TUT THE UNIQUE TOUR & TRAVELLERS
(GOVT. REGD.)
(L.T.C. / L.F.C. & Insurance Facility)
Organise of Package Tour, Hotel Booking, Any Gr. Tour, Air / Rly. E-Ticketing, Luxury Car / Bus & Other Services (All over India & Overseas)
পূজা ও শীতাকালীন বুকিং শুরু হয়ে গেছে : লে-লাদাখ, কাশ্মীর, রাজস্থান, অরুণাচল, কিন্নর-কল্পা, দার্জিলিং-গাংটক, ডুয়ার্স, নেপাল, ভুটান, দঃ ভারত, উঃ ভারত, মধ্যপ্রদেশ ও বাংলাদেশ সহ অন্যান্য স্থান।
Mob.: 9477093885 / 9051935737
E-mail : theuniquetourtravellers@yahoo.com

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৩৯ সংখ্যা, ২ শ্রাবণ –৮ শ্রাবণ, ১৪২১ঃ ১৯ জুলাই–২৫ জুলাই,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.39, 19 June-25 July, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

অপমানের শতবর্ষ

অরূপ সরকার

জীবদ্দশায় তিনি যোগ্য সমাদর পাননি। অভিমানে একটা সময় নিজের চারপাশে তুলে দিয়েছিলেন স্বেচ্ছান্তরালের প্রাচীর। রাজ্যবাসী তথা তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধকে কোনও কিছু জানতে না দিয়েই অভিমানী মানুষটি পাড়ি দিয়েছিলেন অন্তিম যাত্রায়ও। আজ তাঁর জন্ম শতবর্ষেও সেই একইরকম অসমাদর আর উপেক্ষা। অথচ আমরা নির্বাক দর্শক শুধুমাত্র। যেন কি ঘটছে চারপাশে

তা বোঝার বোধটুকুও আমরা হারিয়েছি। নির্বাক তাঁর অনুগামী মহল। নির্বাক আত্মজাও। তাঁকে যদি আমরা গ্রুপ থিয়েটারের আদি পুরুষ বলে সম্বোধন করি, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ আপত্তি করবেন না? কারণ, গণনাট্য–নবনাট্য পেরিয়ে যখন রাজনীতির ছত্রছায়ার বাইরে থিয়েটার বেরতে চাইছে প্রাণপণ, তখন তিনিই তো এই শহরে প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম নাট্যদল।

১৯৭০ সালে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার দাবিতে তিনিই তো গঠন করেন 'বাংলা নাট্য মঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি', প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানে প্রযোজনা করেন 'মুদ্রারাক্ষস'। পরে সমিতির অনেক তরুণ সদস্য তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ব্যর্থ হয় তাঁর উদ্যোগ। কিন্তু আজীবন তিনি সংগৃহীত অর্থ ফেরত না দিতে পারার গ্লানি বহন করে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে নিজের হাতে গড়া দল বহুরূপী'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ছেদ হয়। সাময়িক ছেদ হয় তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবনেরও।

তিনি, অর্থাৎ আচার্য শম্ভু মিত্র ক্রমশ অন্তরালে চলে যেতে থাকেন। অভিমানী পিতার পাশে তখন একমাত্র অবলম্বন কন্যা শাঁওলী। পরে তিনি বিভিন্ন লেখাপত্রে–সাক্ষাতকারে আচার্যের সেই বিষণ্ণ–ব্যথাতুর দিনগুলির কথা বলবেন। বলবেন কীভাবে বাবার সংকল্প–জেদ–আত্মসম্মান তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছিল। কীভাবে শাঁওলীও হয়ে উঠেছিলেন আপাত নিভৃতচারী। হয়তবা কিছুটা উন্নাসিকও। আবার একইসঙ্গে প্রচণ্ড আন্তরিক–সরল ও প্রাণবন্ত।

এরপর পাঁচের পাতায়

পাঁচ কোটি টাকা তছরূপ, তিন বছরেও চার্জশিট দিতে পারল না পুলিশ

অভিযুক্তকে আড়াল করার চেষ্টা

সুমনকান্তি ঘোষ

কথায় আছে কলকাতা পুলিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকেও হার মানায়। কিন্তু এই কথা আরও একবার ভুল প্রমাণিত করল পুলিশ প্রশাসন। প্রায় বছর দু'য়েক আগে শহরের বুকে প্রায় কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনার কিনারাএখনও করতে পারল না কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

প্রাণীসম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়

২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে প্রাণী সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান পাওয়া পাঁচ কোটি টাকা তছরূপের ঘটনার এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমস্ত তথ্য প্রমাণ হাতে থাকা সত্ত্বেও চার্জশিট পেশ করতে পারল না গোয়েন্দা বিভাগ। কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারে গত বুধবার অর্থাৎ ১৭ জুলাই, ২০১৪ তারিখে গোয়েন্দা প্রধান পল্লবকান্তি ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঠিক তথাকথিত চিরাচরিত ঢঙেই বললেন, 'তদন্ত চলছে। চার্জশিট পেশ করা হবে।' কিন্তু প্রশ্ন হল এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকা মূল দুই অভিযুক্তর মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করার পর বাকি একজনকে কেন ছেড়ে দেওয়া হল এবং গত ২৭ মে গোয়েন্দা প্রধানের দ্রুত চার্জশিট পেশ করার আশ্বাস দেওয়ার পরও প্রায় দেড় মাস অতিক্রান্ত হল কেন এখনও পর্যন্ত সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি খোদ গোয়েন্দা প্রধান। পরবর্তীকালে রাজ্যের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও এই প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে আসার পর থেকেই সমস্ত প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং বেনোজল পরিষ্কারের অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের দলের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা এরকম দুর্নীতি পরায়ন ব্যক্তিকে কেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং কেন দ্রুত তদন্ত করছে না তার সরকার সেই বিষয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়তে চলেছে শহরবাসীর মনে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রাণী সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এতবড় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের টাকা তছরূপের ঘটনায় শাসক দলের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনও একই গলায় সুর মিলিয়েছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। এরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আরও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বাধতে চলেছে এই প্রাণী সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাহল অভিযুক্ত পূর্ণেন্দু বিশ্বাস আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই উপাচার্য পদে আসীন হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।

তাতে মদত জোগাচ্ছেন শাসক দলের শিক্ষক সংগঠনের এক প্রভাবশালী নেত্রী। বিশেষ করে এই কুচক্রী শিক্ষাবিদ আবার এই মুহূর্তে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্টার পদে জাঁকিয়ে বসে আছেন। একইসঙ্গে তিনি শাসকদল পরিচালিত অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপারও সদস্য। বাম জমানায় তিনি আবার তৎকালীন শাসকদল অর্থাৎ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের ইশারায় ওঠবোস করতেন। রাজ্যে পরিবর্তনের পর ভোল পাল্টে ঘাস ফুলের শিক্ষক শিবিরে সামিল হয়েছেন তিনি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ কর্মচারী সকলের দাবি দ্রুত এই ঘটনার চার্জশিট পেশ করা হোক এবং অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক । উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বেলগাছিয়ার প্রাণীসম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক তছরূপের দায়ে ধরা পড়েন ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অস্থায়ী রেজিস্ট্রার পূর্ণেন্দু বিশ্বাস এবং ফিন্যান্স অফিসার নারায়ণ দেবনাথ। অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান পাওয়া প্রায় পাঁচ কোটি টাকা নিজের নামে আত্মসাৎ করেন পূর্ণেন্দুবাবু। এরপর থেকেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কর্মচারীরা সোচ্চার হন এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হলে, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ দুই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু যে সময়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে চার্জশিট পেশ করার কথা ছিল পুলিশের, তা প্রায় অতিক্রান্ত হওয়ায় অভিযুক্তকে আড়াল করার একটি চক্রান্ত সামনে আসে। এমনকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পরবর্তীকালে তৎকালীন রাজ্যপালের কাছেও আবেদন জানানো হয় সঠিক তদন্তের জন্য।

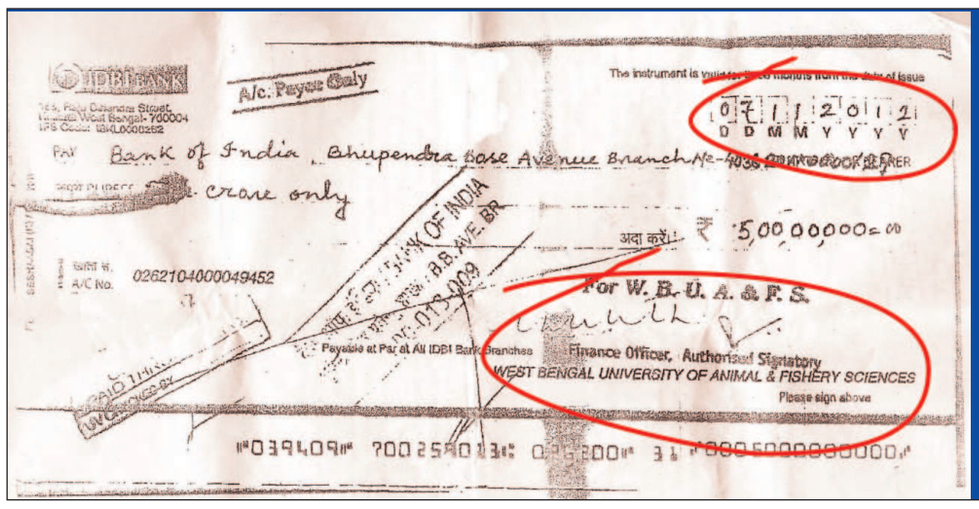

দুর্নীতির সাত–কাহন

- চেক প্রদান
- আত্মসাৎ
- পুলিশে অভিযোগ
- এক অভিযুক্ত গ্রেফতার
- অন্য অভিযুক্ত বহাল তবিয়তে
- চার্জশিট দিতে টালবাহানা
- অভিযুক্তই উপাচার্যের তালিকায়

এই হল চেকের প্রতিলিপি

জলের হানায় গোটা সুন্দরবন বিপর্যস্ত

মেহবুব গাজি, সুন্দরবন • কুনাল মালিক, আলিপুর

কোটালের সঙ্গে দফায় দফায় ভারী বৃষ্টির জেরে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা নতুন করে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ভয়ে ঘর–বাড়ি ছেড়ে উঁচু জায়গায় আশ্রয় খুঁজছেন উপকূলের মানুষ। বেশিরভাগ এলাকায় মানুষ একটু আশ্রয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। নেই খাবার। আকাল পানীয় জলেরও। দেখা মেলেনি প্রশাসনের আধিকারিকদের। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের জলের তোড়ে ফ্রেজারগঞ্জের ক্লাবঘর মোড়ের কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রায় পঞ্চাশ ফুট ফাটল দেখা দিয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যানবাহন চলাচল। বকখালিতে বেড়াতে আসা পর্যটকরা আটকে পড়েছেন। আগামী কয়েকদিন ধরে কোটালের জোয়ারে জলস্ফীতি হবে বলে এলাকার মানুষরা জানিয়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গত এলাকায় শুকনো খাবার পাঠানো হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। কাকদ্বীপ মহকুমার পাথরপ্রতিমা, নামখানা, সাগর মিলিয়ে বাড়িতে জল ঢোকায় অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রায় বারো হাজারের বেশি মানুষকে। বানভাসিরা ঠাঁই নিয়েছে পাকা রাস্তা, ফ্লাড সেন্টার, স্কুল বাড়িতে। গৃহস্থরা গবাদি পশু নিয়ে সঙ্কটে পড়েছেন জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে অনেক গৃহপালিত পশুও। গত শনিবার পূর্ণিমার কোটালে প্রথম জল ঢোকা শুরু হয় বেহাল নদী ও সমুদ্র বাঁধ দিয়ে। জল ঢোকে নামখানার মৌসুনি, বালিয়াড়া, হরিপুর, ঈশ্বরীপুরে। এখানকার দ্বীপাঞ্চলের বাসিন্দাদের দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মৌসুনির প্রায় ৭০ শতাংশ বাসিন্দা ঘর ছাড়া। এখানকার স্কুলের শিক্ষক ও বাসিন্দা গোবিন্দ গিরি বলেন, 'এক অসহনীয় পরিস্থিতির মাঝে গোটা দ্বীপাঞ্চলের মানুষ। চারিদিকে শুধু জল আর জল। খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা।' সোমবার থেকে নতুন করে জল ঢুকে সাগরের বোটখালি, বেগুয়াখালি, ঘোড়ামারাদ্বীপ, পাতিবুনিয়া, মুড়িগঙ্গার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। বঙ্গোপসাগরের বেহাল বাঁধ দিয়ে জল ঢুকছে তিন দিন ধরে। জলে ডুবে আছে ধান জমি, পানের বরোজ ও মিষ্টি জলের পুকুর। এখানকার তিন হাজার মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দিনে দু'বার জোয়ারে জল ঢুকছে হু হু করে। বেহাল বাঁধ মেরামতির কোনও উদ্যোগ নিতে পারেনি প্রশাসন। এখানে ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ আছে বাসিন্দাদের। পাথরপ্রতিমাতেও সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কোটালের জল ও বৃষ্টির জল মিলেমিশে জনজীবন বিপর্যস্ত।

পূর্ণিমার ভরা কোটালে নদী ও সমুদ্রের জলে প্লাবিত হল কাকদ্বীপ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা। । জল ঢোকায় বাড়ি ছাড়তে হয়েছে দশ হাজার বাসিন্দাকে। বাসিন্দারা ফ্লাড সেন্টার, উঁচু বাড়ি ও স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন। ভেঙে পড়েছে প্রচুর কাঁচা বাড়ি। বানভাসি এলাকাগুলোতে পর্যাপ্ত ত্রাণ না মেলায় ক্ষোভ বাড়ছে মানুষদের। তবে এলাকায় শুকনো খাবার পাঠানো হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের। জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে যাবেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

আতস কাঁচে

বন্ধ লগন

ঈদের মরশুম চলছে, আসছে দুর্গোৎসব। তার আগে ফের আর এক শিল্প পতন। বন্ধ হয়ে গেল ভদ্রেশ্বরের লগন কারখানা। বেকার হলেন ৭৫০ শ্রমিক পরিবার। একের পর এক শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রাজ্যে। বেকার ক্রমশ বাড়ছে। রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি।

বিস্তারিত – তিনের পাতায়।

অন্দরমহলে

অর্থনীতি/ কেরিয়ার –২
জেলা /মহানগর –৩
ভ্রমণ/স্বাস্থ্য –৬
সাহিত্য সংস্কৃতি/আবহাওয়া –৭
খেলা/ছোটদের পাতা –৮

২১ জুলাই

আগামী ২১ জুলাই, সোমবার ধর্মতলায় শহিদ দিবস পালন করতে চলেছে তৃণমূল। শাসক দলের আস্ফালন প্রদর্শনের জেরে কার্যত সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনটাই মাটি হতে চলেছে তিলোত্তমার। কর্মদিবস নষ্ট করার বিরুদ্ধে যিনি অঙ্গীকারবদ্ধ সেই মুখ্যমন্ত্রীর দলের এই মনোভাব স্ববিরোধিতার সামিল।

পুরসভা অপারগ, ভেজাল খেয়ে মরা ছাড়া গতি নেই কলকাতাবাসীর

বরুণ মণ্ডল • কলকাতা

রসনা তৃপ্তির উদ্দেশ্যে সপ্তাহভর এক ঘেয়ে বাড়ির খাবারের মাঝে ছুটির দিনে পাড়ার দোকান থেকে গরমাগরম স্বাদের খাবার। যেমন তার মনমাতানো গন্ধ, প্রাণকাড়া স্বাদ, পাড়ার দোকানটির বাহবা পাওয়া। কিন্তু স্বাস্থ্য? সে বিষয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করলে ওই 'বাহবা' উধাও হতে বাধ্য। কারণ, বিবিধ গবেষণাগারের প্রতিবেদন বলছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনকাড়া খাবার বিরিয়ানিতে রঙ ধরাতে গিয়ে 'মেটানিল ইয়েলো' নামক এক রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হচ্ছে। যা কিনা বিশেষত মেয়ে থেকে মহিলাদের 'প্রজনন ও গর্ভধারণ' ক্ষমতার পক্ষে বিস্তর ক্ষতিকারক। বর্তমানে বিস্কুটেও ক্ষতিকারক রঙ মেশানো হচ্ছে। ব্র্যান্ডেড নয় এমন চপ কাটলেটে দেওয়া বিস্কুট গুঁড়োতেও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষত ছোট পুত্র–কন্যা সন্তানদের পক্ষে ক্ষতিকারক রঙ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষত, কলকাতার বাজারের হরেক ফল–সবজিতে বিবিধ নিষিদ্ধ রাসায়নিক মেশানো হচ্ছে। যেগুলি মানব শরীরে ক্যানসারের প্রবল আশঙ্কা আছে বলে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জোরালো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সারা কলকাতা জুড়ে দোকানে–শহরের রাস্তায় বিক্রি হওয়া বিবিধ খাবারে এরূপ মারাত্মক ভেজালের কথা জানাচ্ছেন পুর খাদ্য দফতরের 'ফুড ইন্সপেক্টর'রা। পুর আইন অনুযায়ী খাদ্যে ভেজাল ধরার ভার এই ফুড ইন্সপেক্টরদের। তবে আইন তার মতোই রয়েছে। তা বাস্তবায়িত করার কার্যত কোনও পরিকাঠামো ইন্সপেক্টরদের হাতে নেই বলে অভিযোগ। পুর সূত্রে খবর, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৫৪–তে তৈরি (প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডাল্টারেশন অ্যাক্ট) বাতিল করে ২০০৬–এ আইন ঘোষিত হয়। 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্টান্ডার্ড' নামে নয়া আইনটি প্রণয়নের পাঁচ বছর বাদে ২০১১'র ৬ আগস্ট থেকে কলকাতা পুরএলাকাতে বলবৎ হয়েছে। যদিও আইন চালু হওয়ার তিন বছর বাদেও কাজের কাজ বিশেষ কিছুই হয়নি। বরং কাজের গতি পূর্বের তুলনায় শ্লথ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নজরদারি কার্যত শূন্যে এসে ঠেকেছে।

ঢালাও ভেজাল মিশিয়ে অভিযুক্তরা হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। কুল থেকে আপেল ইত্যাদি পুরনো হলেও যাতে তদাজা দেখায় তাই পোড়া ডিজেলে ধোয়া হচ্ছে। বেগুন থেকে করলা ইত্যাদি সবজি বিবিধ কেমিক্যালে ভিজিয়ে রাখা হচ্ছে, যা খাওয়া মানে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি – পুর ফুড ইন্সপেক্টররাই জানাচ্ছেন এসব। তারাই আক্ষেপের সুরে বলেন, এমন সব মারাত্মক অপরাধের কথা জানা সত্ত্বেও পুরসভার ব্যবস্থা নেওয়ার উপায় নেই। কারণ, সমস্ত স্তরে কর্মীর অভাব। পুর সূত্রের তথ্য, কলকাতা পুরসভায় স্বীকৃত ফুড ইন্সপেক্টর পদের সংখ্যা ৩১শে বেঁধে রাখা হয়েছে দীর্ঘ দিন যাবৎ। অথচ গত কয়েকদশকে ক্রেতা–বিক্রেতা যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনভাবেই খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। তার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে কিন্তু ফুড ইন্সপেক্টরের সংখ্যা বাড়েনি। উল্টে পশ্চাদগামী হয়েছে।

৩১টির মধ্যে ৮টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। এমনকী অভিযানে সাক্ষী হিসেবে এবং নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব সামলাতে প্রতি ফুড ইন্সপেক্টরের সঙ্গে একজন 'অফিস বেয়ারার' থাকার কথা। তাও দিন দিন কমলেও নতুন নিয়োগ হয়নি। হলেও তারা পুরসভার চাকরি ছেড়ে অন্যত্র আরও ভাল বেতনের চাকরিতে চলে যাচ্ছে। বাজেয়াপ্ত করা নমুনার বিবরণ লেখেন যেসব হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট ও আপার ডিভিশন ক্লার্ক তাদের অবস্থা মন্দের ভাল। ব্যবসায়ীদের কাছে এ খবর পৌঁছে গিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

খাদ্য	মেশানো হয়	কী প্রতিক্রিয়া
১. পটল ও মটর	সবুজ রাসায়নিক	কিডনির কার্যকারিতায় কোপ
২. গুঁড়ো হলুদ, বিরিয়ানি, পোলাও, চাল	মেটানিল ইয়েলো	প্রজনন ও গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট
৩. গুঁড়ো লঙ্কা	লেড ক্রোমেট	রক্তাল্পতা
৪. মাছের কানকো	কঙ্গো রেড	টিউমার হতে পারে
৫. লাল মিষ্টি	রেড অক্সাইড	মাথা ঘোরা, বমি ভাব, দুর্বলতা
৬. সবুজ মিষ্টি	ম্যালাসাইড গ্রিন	ক্যানসারের আশঙ্কা

বিলগ্নিকরণ এবং বিদেশি বিনিয়োগের পালে ভর করেই উন্নয়নের পথে মোদি সরকারের প্রথম বাজেট

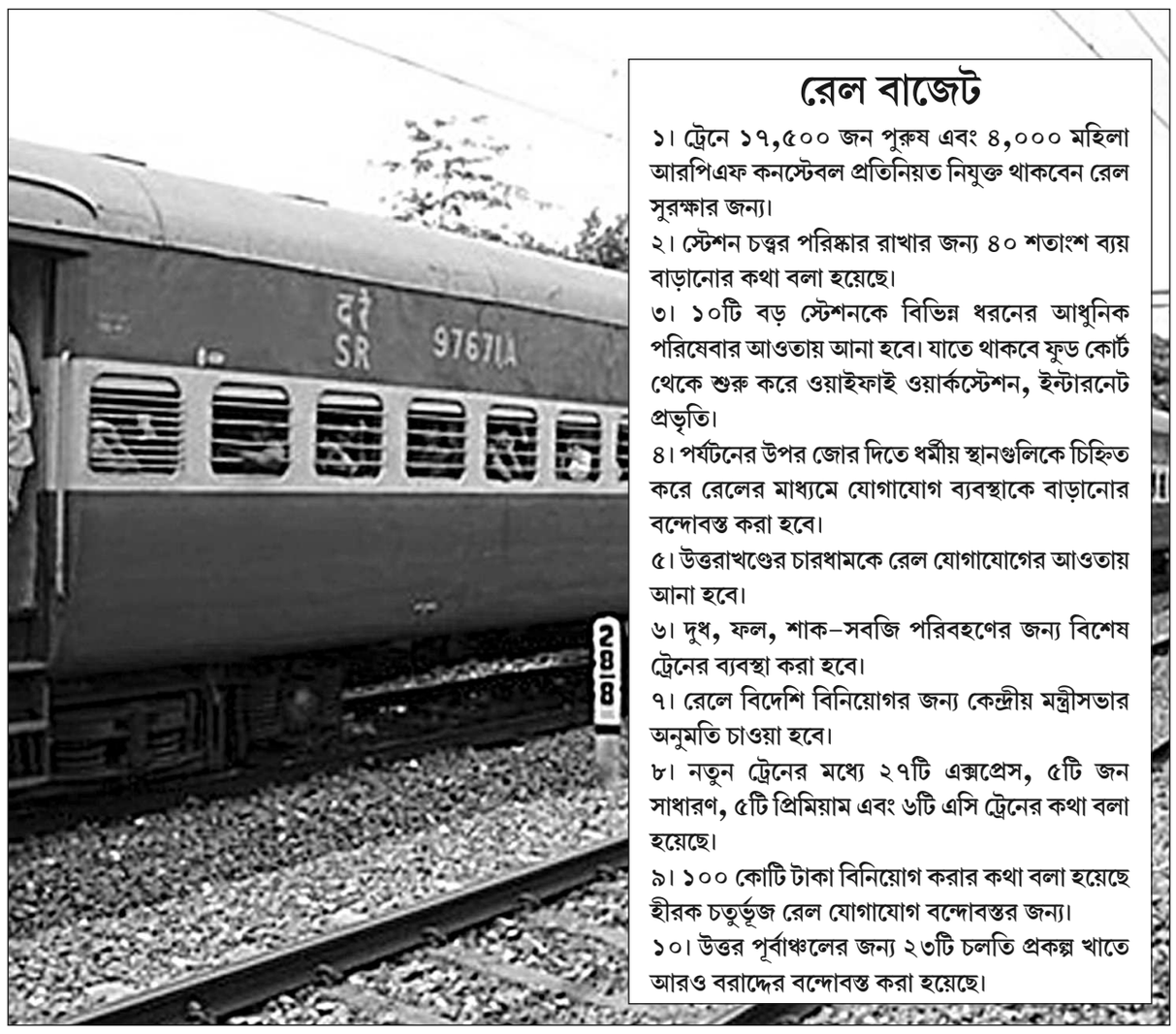

রেল বাজেট

১। ট্রেনে ১৭,৫০০ জন পুরুষ এবং ৪,০০০ মহিলা আরপিএফ কনস্টেবল প্রতিনিয়ত নিযুক্ত থাকবেন রেল সুরক্ষার জন্য।

২। স্টেশন চত্বর পরিষ্কার রাখার জন্য ৪০ শতাংশ ব্যয় বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

৩। ১০টি বড় স্টেশনকে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক পরিষেবার আওতায় আনা হবে। যাতে থাকবে ফুড কোর্ট থেকে শুরু করে ওয়াইফাই ওয়ার্কস্টেশন, ইন্টারনেট প্রভৃতি।

৪। পর্যটনের উপর জোর দিতে ধর্মীয় স্থানগুলিকে চিহ্নিত করে রেলের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বাড়ানোর বন্দোবস্ত করা হবে।

৫। উত্তরাখণ্ডের চারধামকে রেল যোগাযোগের আওতায় আনা হবে।

৬। দুধ, ফল, শাক–সবজি পরিবহণের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হবে।

৭। রেলে বিদেশি বিনিয়োগর জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুমতি চাওয়া হবে।

৮। নতুন ট্রেনের মধ্যে ২৭টি এক্সপ্রেস, ৫টি জন সাধারণ, ৫টি প্রিমিয়াম এবং ৬টি এসি ট্রেনের কথা বলা হয়েছে।

৯। ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে হীরক চতুর্ভূজ রেল যোগাযোগ বন্দোবস্তর জন্য।

১০। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য ২৩টি চলতি প্রকল্প খাতে আরও বরাদ্দের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত কর প্রদানে সুবর্ণ সুযোগ

বাজেট ২০১৪–১৫

আয়করে ছাড়ের পরিমাণ বাড়ল ৫০,০০০ টাকা

প্রাথমিক স্তর — ৬০ বছরের নীচের কর প্রদানকারীদের জন্য

আগে	এখন	করের পরিমাণ
২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
২,০০,০০১ থেকে ৫,০০,০০০	২,৫০,০০১ থেকে ৫,০০,০০০	১০ %
৫,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০০	৫,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০০	২০ %
১০,০০,০০০ উর্ধ্বে	১০,০০,০০০ উর্ধ্বে	৩০ %

বর্ষীয়ান নাগরিকদের জন্য কর — ৬০–৮০ বছরের মধ্যে

আগে	এখন	করের পরিমাণ
২,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
২,৫০,০০১ থেকে ৫,০০,০০০	৩,০০,০০১ থেকে ৫,০০,০০০	১০ %
৫,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০	৫,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০	২০ %
১০,০০,০০০ উর্ধ্বে	১০,০০,০০০ উর্ধ্বে	৩০ %

বর্ষীয়ানতম নাগরিকদের জন্য কর — ৮০ বছরের উর্ধ্বে

৫,০০,০০০ পর্যন্ত	শূন্য
৫,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০	২০ %
১০,০০,০০০ উর্ধ্বে	৩০ %

৮০ সি আইনের ধারা অনুযায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে ১ লক্ষ থেকে ১.৫ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেসরকারিকরণ যে এখন মূলমন্ত্র আপাতত এই পর্যন্ত এসে তা বোঝা গিয়েছে। রেল এবং সাধারণ বাজেটে বার বার করে চেষ্টা করা হয়েছে বিদেশি বিনিয়োগের উপর বিশ্বাস রেখে আগামী দিনের পথ চলার রাস্তা সুগম করতে। অবশ্য ডি. ভি. সদানন্দ গৌড়া রেল বাজেট পেশ করার সময়ই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সাধারণ বাজেটের লক্ষ্য কোন দিকে। একদিকে যেমন খরচের বহর কমিয়ে আনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে তেমনি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দেশীয় বাজারে বিনিয়োগের জন্য যাতে যথার্থ পরিকাঠামো তৈরি হয় তার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বাদ যায়নি মধ্যবিত্তরাও। ন্যূনতম করযোগ্য আয়ের সীমা দুই লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা করা একদিকে যেমন সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা তেমনি কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে দেশের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের কাছে যাতে সরকারি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায়। রেল বাজেটের আগেই যাত্রীভাড়া বাড়িয়ে যেমন জোর দেওয়া হয়েছে পরিষেবার উপরে তেমনি সাধারণ বাজেটে কিশাণ বিকাস পত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার, কন্যা সন্তানের জন্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প, ব্যাঙ্কগুলিকে পরিকাঠামো বন্ড ছাড়ার অনুমতি সবকিছু মিলিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের ধারাকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অর্থমন্ত্রী। চলতি আর্থিক বাজেটে রাজকোষ ঘাটতি যাতে জাতীয় আয়ের ৪.১ শতাংশে পৌঁছে যায় সেইদিকেই লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের। অবশ্য ধীরে ধীরে ৩.৬ শতাংশে নিয়ে আসা পরবর্তী লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন অরুণ জেটলি।

এ তো গেল বাজেটের সাধারণ এক হিসেব। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গত বছরের বাজেটের তুলনায় ভর্তুকির পরিমাণ কিন্তু বেড়েছে। গত আর্থিক বছরে যেখানে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ২,৫৫,০০০ কোটি টাকা, এবারের বাজেটে তা গিয়ে পৌঁছেছে ২,৬০,০০০ কোটি টাকায়। মনে রাখা প্রয়োজন বিমা ও প্রতিরক্ষায় বিদেশি লগ্নির ঊর্ধ্বসীমা ৪৯ শতাংশ হওয়ায় বিনিয়োগের পরিমাণ আগের তুলনায় বাড়বে। বিলগ্নিকরণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমের সঙ্গে তাল রেখেই চলতে চেয়েছেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী। ৫৮,০০০ কোটি টাকার বিলগ্নিকরণের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে তা আগামী দিনে ইনধন যোগাবে ভারতীয় বাজারকে। গঙ্গাদূষণকে রুখতেও 'নামামী গঙ্গে' নামক যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তাতে বরাদ্দ হয়েছে ২,০৩৭ কোটি টাকা।

বণিক সভাগুলির মতামত

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মতে, এই বাজেট উন্নয়নের কথা বলছে এবং শিল্প সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই বাজেটের লক্ষ্য।

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিস মনে করছে, দেশের শিল্পবৃদ্ধির হার যেভাবে কমে গিয়েছিল বিদেশি বিনিয়োগের হাত ধরে এই বাজেট পরবর্তীকালে ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স–এর মতে, মূল্যবৃদ্ধি কমানোর জন্য সরকার যে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে চলেছে তা অনেকটাই ইতিবাচক পদক্ষেপ।

ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স–এর মতে, বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্র উন্মুক্ত হওয়ায় আগামী দিনে ভারতের প্রতি অন্যান্য দেশের আগ্রহ বাড়বে।

বাংলা কি পেল

রেল বাজেটের সময় সেভাবে কোনও বরাদ্দ না হওয়ায় অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন রেলমন্ত্রীর। মূলত, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার তাগিদে এতদিন পূর্ববর্তী রেলমন্ত্রীরা তাদের নিজেদের রাজ্যের দিকে তাকিয়েই বাজেট পেশ করতেন। এখন যেভাবে সংস্কার কর্মসূচিকে জোর দেওয়া হয়েছে তাতে আয়–ব্যয়ের ভারসাম্যের উপরে জোর দিয়েছেন সদানন্দ গৌড়া।

অবশ্য সাধারণ বাজেটে অরুণ জেটলি পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে এইমসের কথা ঘোষণা করায় কিছুটা খুশি পশ্চিমবঙ্গবাসী। তাছাড়া এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া পর্যন্ত ১৬২০ কিলোমিটার জলমার্গ বিকাশের জন্য ৪২০০ কোটি টাকার বরাদ্দ, জাদুঘরের জন্য ৩৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, ভিক্টোরিয়ার জন্য ৩৫.৪০ কোটি টাকা ও কলকাতায় অ্যাগ্রোবায়োটিক গবেষণা সংস্থা তৈরি, বাংলাদেশের সীমান্তের কাটাতারের বেড়ার জন্য ৫০০ কোটি টাকা এইসব কিছু পশ্চিমবঙ্গকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিতে পারবে।

শেয়ার বাজারে বাজেটের প্রভাব

যদিও শেষপর্যন্ত উত্থানকে ধরে রাখতে পারেনি ভারতীয় শেয়ার সূচক সেনসেক্স, তবুও মনে রাখা প্রয়োজন যে বাজেট ভারতের অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন তাতে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কারণ সুফল কখনই চট করে ধরা পড়ে না।

তার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট সময়। তাই সমগ্র বাজেট পেশ হওয়ার পর বাজার একসময় সেনসেক্স ৪০০ পয়েন্টের মতো বেড়ে যায়। শিল্পমহল অবশ্য মোদি সরকারের এই বাজেট দেখে স্বভাবতই খুশি। কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যে বিশ্লেষণের ব্যাপার রয়েই গিয়েছে। যদিও বিদেশি বিনিয়োগকে বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন অর্থমন্ত্রী। অবশ্য এর ফলে বাজার যে আগামী দিনে চাঙ্গা হতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

কিন্তু টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যেভাবে বাজার তার সর্বকালীন উচ্চতাকে ছাড়িয়ে নতুন উচ্চতা তৈরি করেছিল তার থেকে দামের একটা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। বাজেটে যে ভাল খবর আস্তে পারে তা অবশ্য অনেক আগে থেকেই বিনিয়োগকারীরা আশা করেছিলেন। তাই বাজেট পেশের সময় বাজার বাড়তে শুরু করে। অবশ্য আগামী দিনে দেখতে হবে কীভাবে সরকার ভর্তুকি কমিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। আর তার ওপরই আগামীদিনে বাজারের গতিপথ নির্ধারিত হবে।

সাধারণ বাজেট

১। ন্যূনতম করযোগ্য আয়ের সীমা দুই লক্ষ টাকা থেকে আড়াই লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

২। আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতম সীমা এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

৩। বিমা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করা হয়েছে।

৪। কৃষকদের জন্য সাধারণ কৃষি বাজারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

৫। কৃষি উন্নয়নে পরিষেবার ক্ষেত্রে ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৬। গৃহ ঋণে সুদ পরিশোধের কর ছাড়ের সীমা দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

৭। পশ্চিমবঙ্গগ সহ চারটি রাজ্যে এইমস করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

৮। চিটফান্ড রুখতে আইন সংশোধন করার কথা বলা হয়েছে।

৯। একই কেওয়াইসি দিয়ে সমস্ত আর্থিক লেনদেন করা যাবে। অর্থাৎ শেয়ার, মিউচুয়্যাল ফান্ড এবং বিমা সবক্ষেত্রেই একই ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করা যাবে।

১০। উৎপাদন শিল্পকে উৎসাহ দিতে ২৫ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কিনলে কর ছাড়ের সুবিধা থাকবে, যা আগে ছিল ১০০ কোটি টাকার উপরে।

২০০ তরুণীকে রাজ্য সরকারের নার্সিং ট্রেনিং

কেরিয়ার গাইড

২০০ জন তরুণীকে ২ বছরের অক্সিলিয়ারি নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (রিভাইসড) কোর্সে ট্রেনিং দেবে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীনস্থ সাতটি জেলার নার্সিং ট্রেনিং স্কুল। সাতটি জেলা হল – পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বীরভূম। প্রার্থী যে জেলার আসনে আবেদন করবেন, তাঁকে সেই জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের টানা ৫ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

আসনবন্টন: মোট আসন সংখ্যা ২০০টি। তপশিলি জাতির জন্য ২২ শতাংশ, তপশিলি উপজাতির জন্য ৬ শতাংশ, ও বিসি(এ) প্রার্থীদের জন্য ১০ শতাংশ, ও বিসি(বি) প্রার্থীদের জন্য ৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত। এছাড়া রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ দফতর স্বীকৃত অনাথ আশ্রমের প্রার্থীদের জন্য ২ শতাংশ ও রাজ্য সরকারের সিভিল ডিফেন্স দফতরের মহিলা সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আড়াই শতাংশ আসন সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য। প্রার্থীকে বাংলা লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতে হবে।

বয়স: ১–৭–২০১৪ তারিখে ১৭ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ পাওয়া যাবে ৫০০ টাকা এর থেকে ১২ টাকা কেটে নেওয়া হবে বাসস্থানের জন্য। প্রার্থী বাছাই করা হবে মেধার ভিত্তিতে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ান। দরখাস্তের বয়ান এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন। পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

২৮ জুলাইয়ের মধ্যে এডি–সহ রেজিস্টার্ড পোস্ট বা ক্যুরিয়র বা স্পিড পোস্টে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The principal Nursing Officer, NTS, Chittaranjan Seva Sadan & Sisu Sadan, 37, S.P. Mukherjee Road, Kolkata-700 026. প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট – www.wbhealth.gov.in

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: এককপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। এটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। বয়সের প্রমাণপত্র, উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটের প্রত্যয়িত নকল। স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র হিসেবে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটের মূল কপি। সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার বা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট সার্টিফিকেট।

কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত অনাথ আশ্রমের প্রধানের দেওয়া আবাসিকতার সার্টিফিকেটের মূল কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মহিলা সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের ক্ষেত্রে যথাযথ সার্টিফিকেট। নাম–ঠিকানা লেখা ও প্রয়োজনীয় মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো দুটি খাম।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ জুলাই–২৫ জুলাই,২০১৪

মেষ: মানসিক শান্তি এখনই আসবে না। উদ্বিগ্নভাব থেকেই যাবে। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভে আপনি কিছুটা উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। লেখাপড়ায় শুভ হবে। কর্মস্থলে বাধার মধ্যেও সুনাম পাবেন।

বৃষ: আয় ভালই হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন এবং খরচের যোগও রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কবিত্ব শক্তি বা লেখনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল।

মিথুন: কর্মে উন্নতি অথবা নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। অন্যের সঙ্গে বুঝে কথা বলবেন।

কর্কট: আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে সকল কাজ সুন্দরভাবে করতে পারবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। গৃহে শান্তি থাকবে না। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। কিন্তু দায়িত্ব বাড়বে। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও খরচ প্রচুর বাড়বে।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দেওয়ার আগে ভাল করে চিন্তা–ভাবনা করবেন। কথাবার্তায় সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা বিপদে পড়তে পারেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষত্ব থাকবে।

কন্যা: নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের পদোন্নতির শুভ যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। অযথা মাথা গরম করবেন না। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

তুলা: বাধার মধ্যেও সাফল্যের আশা দেখতে পাবেন। আর্থিক মোটামুটি শুভ। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। স্নেহ–প্রীতির যোগ থাকলেও ততটা শুভ ফল পাওয়া যাবে না। ভাগ্যের শুভ প্রভাবে অনেকটা এগিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক: লেখাপড়ায় শুভাশুভ মিশ্রফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে তেমন শুভ ফল আশা করা যায় না। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। রক্ত চাপের হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। উন্নতির যোগ।

ধনু: ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। আয় মোটামুটি শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা। উচ্চ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাতে আপনি লাভবান হবেন। আপনার চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিকতা থাকবে।

মকর: ব্যবসা–বাণিজ্যের দিক থেকে আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ লাভযোগ দেখা যায়, যোগাযোগমূলক কাজে ধীরে ধীরে হাত দিতে পারেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক নয়, কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ। সাবধান না থাকলে ক্ষতি হতে পারে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

কুম্ভ: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে বাধা আসবে, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ও বন্ধুত্ব যোগ শুভ ফলের নির্দেশ করে। সুন্দর মানসিকতার বিকাশ ঘটবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আর্থিক উন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে।

মীন: শিক্ষায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবনে। ভ্রমণে বাধা।

উৎসবের মুখে কর্মহীন সাড়ে চারশো শ্রমিক

ভদ্রেশ্বরে বন্ধ হল লগন ইঞ্জিনিয়ারিং

মলয় সুর • হুগলি

ভদ্রেশ্বরে লগন ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় সোমবার সকালের শিফট থেকে উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়ল সাড়ে চারশো কর্মী। এই কারখানায় মূলত জুট মিলের মেশিন তৈরি হয়। মিল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, বর্তমানে জুট মিল কোম্পানির মেশিনের অর্ডার একেবারে বন্ধ। শ্রমিকদের দাবি, রুগ্নতার পথে ঠেলে ধাপে ধাপে বন্ধ করে দেওয়া হয় কারখানাটিকে। এই কারখানার মালিক সঞ্জয় কাজারিয়া। যাঁর বেশ কয়েকটি জুট মিল আছে। ঘটনার সূত্রপাত সকালের শিফটে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এলে কারখানার গেটে সাসপেনশন অফ নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় মিল কর্তৃপক্ষ।

এই অবস্থায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রমিকরা। এরপরই জিটি রোড অবরোধ হয় সিটু ইউনিয়নের নেতা পুরুষোত্তম পরামানিকের নেতৃত্বে।

ভদ্রেশ্বর থানা থেকে পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়। এমনকী ভদ্রেশ্বর থানায় আইএনটিইউসি ইউনিয়নের তরফে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মূলত এই কারখানার আরও দুটি শাখা আছে। আদি সপ্তগ্রাম ফাউন্ডারি ও রিষড়া একইসঙ্গে বন্ধ হল। কারখানায় ৫টি ইউনিয়ন রয়েছে। একসময় লগন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে বছরে দু'বার উৎপাদন বোনাস দেওয়া হত কর্মচারীদের। সে সব এখন অতীত। শ্রমিকরা গভীর অনিশ্চয়তায় ডুবে রয়েছেন। সামনেই মুসলমানদের ঈদ উৎসব। হুগলিতে অধিকাংশ কারখানাই ধুঁকছে। অধিকাংশ শ্রমিক কর্মচারীরা আর কাজে আসছেন না। স্বাভাবিকভাবে গোটা বিষয়টি নিয়ে শাসক–বিরোধী দলের মধ্যে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

কুলতলির নিখোঁজ তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার মথুরাপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: শনিবার থেকে নিখোঁজ তৃণমূল নেতা সুনীল হালদারের (৬১) দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার দুপুরে মথুরাপুরের রাণাঘাটার এক পুকুরপাড় থেকে উদ্ধার হয় দেহ। সুনীলের দেহটি উল্টো করে মাটিতে পোঁতা ছিল। মুখে গামছা বাঁধা ও হাত–পা পিছমোড়া করে বাঁধা। শরীরে ভারী কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্নও মিলেছে। তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। সুনীল কুলতলির নলগড়ার অঞ্চল সভাপতি ছিলেন। সুনীল আগে কংগ্রেস ও সিপিএম দলের সঙ্গে ছিলেন। গত ৬ বছর আগে তৃণমূলে যোগ দেন। পেশায় কৃষক সুনীল স্থানীয় গৌড়িবাড়ির বাসিন্দা প্রতিবাদী নেতা হিসেবে এলাকায় জনপ্রিয় ছিলেন। খুনের খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় দোকানবাজার। এই খুনের ঘটনায় বিরোধী সিপিএম জড়িত বলে অভিযোগ দলের জেলা সহ–সভাপতি শক্তি মণ্ডলের। তবে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় দলের গোষ্ঠীকোন্দলের জের বলে জানানো হয়েছে।

শোকার্ত পরিবার, ইনসেটে মৃত সুনীল হালদার।

সিপিএমও গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে খুন বলে দাবি করেছে। পুলিশ একটি খুনের মামলা দায়ের করেছে। ঘটনায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি পুলিশ। তবে সকলেই এলাকার তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। গত শনিবার বেহালার শরৎসদনে দলের জেলা কমিটির একটি বৈঠকে যোগ দেন সুনীল। তিনি কুলতলির ব্লক সভাপতি গোপাল মাঝি–সহ কয়েকজন নেতার সঙ্গে একটি টাটা সুমো চড়ে গিয়েছিলেন। বৈঠক শেষে বাড়ি ফেরার জন্য মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুরে নামেন তিনি। তারপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরদিন রবিবার সুনীলের পরিবারের পক্ষ থেকে কুলতলি থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। সোমবার নিখোঁজ নেতার বাড়িতে যান তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা–সহ জেলা নেতারা। সুনীলের পরিবারের সদস্যরা দলের প্রতিনিধিদলের সামনে ক্ষোভ জানায়। পরিবারের সদস্যরা নেতাদের সামনে বারে বারে দাবি করতে থাকেন, দলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে এবং খুনের আশঙ্কা করছে তাঁরা। সোমবার বিকেলে জেলা পুলিশের কর্তারা সুনীলের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ধরে জানায়, কৃষ্ণচন্দ্রপুর এলাকায় আছেন তিনি। ওইদিন রাতে সাজাহান লস্কর নামে এক তৃণমূল কর্মীকে আটক করে পুলিশ। সাজাহান সুনীলের পরিচিত। সাজাহানকে দফায় দফায় জেরা করে পুলিশ। পরে আরও ৬ জনকে আটক করা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ সুনীলের দেহের সন্ধান পায়। দেহের ময়নাতদন্ত হয় ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে। নিহতের জামাই বিবেকানন্দ হালদার বলেন, 'উনি দলের নেতাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তার জন্য খুন হতে হল। বিরোধীরা এই খুনে জড়িত নয়। পুলিশ প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার করুক। আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত চাইছি।' তৃণমূলের জেলা সহ–সভাপতি শক্তি মণ্ডল বলেন, 'এই খুনে বিরোধীরা জড়িত। তবে পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার করুক। কোনও অপরাধীকে ছাড় দেওয়ার পক্ষে তৃণমূল নেই।' সিপিএম জেলা কমিটির সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'দলের গোষ্ঠীকোন্দলে খুন হয়েছেন বলে শুনছি। আমাদের দলের নাম মিথ্যা জড়ানো হচ্ছে।'

টুকরো–টাকরা

জন্ম নিয়ন্ত্রণে ট্যাবলো পরিক্রমা

বৈশালী সাহা, হাওড়া: বিশ্ব জনসংখ্যা পক্ষকাল পালনের অঙ্গ হিসেবে হাওড়া জেলা ও পরিবার কল্যাণ দফতর গত ১১ জুলাই এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চালু করল ট্যাবলো পরিক্রমা। জন্ম নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বাড়াতে ও দুই সন্তানের মধ্যে ব্যবধান বাড়াতে কি করা উচিত হাওড়া জেলা জুড়ে ১১ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই তা প্রচার করবে এই ট্যাবলো। সবুজ পতাকা উড়িয়ে ট্যাবলো যাত্রা শুরু করেন হাওড়ার মেয়র রথীন চক্রবর্তী ও রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী অরূপ রায়। সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও হাওড়া পুরসভার প্রতিনিধিরা।

১০ দফা দাবিতে ধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া: রাজ্যের আইন–শৃঙ্খলার সার্বিক অবনতি, মেয়েদের উপর অত্যাচার, ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি–সহ একগুচ্ছ দাবিতে গত ১১ জুলাই ধর্না অবস্থানের মাধ্যমে ডেপুটেশন দিল জনতা দল (ইউনাইটেড)–এর হাওড়া জেলা কমিটি। ১০ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারক লিপি প্রদান করা হয় হাওড়ার জেলাশাসককে। ধর্না মঞ্চে জনতা দলের নেতারা রাজ্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করে এ ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

বজবজে ইফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: বজবজ–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে গত ১৩ জুলাই বারাতলা হাইস্কুলে ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, ব্লক তৃণমূল সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক, যুব সভাপতি তাপস চক্রবর্তী, জেলা যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুচান ব্যানার্জি, ব্লক সেবাদলের সভাপতি কল্যাণ দাস, শেখ নৌশাদ, শেখ বাপি, রাজকুমার পরামাণিক, অজিত আদক প্রমুখ তৃণমূল নেতৃত্ব। পবিত্র রমজান মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অতিথিরা আলোচনা করেন। সব অতিথিরাই বলেন, সংখ্যালঘুদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা–মাটি–মানুষের সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। সভা পরিচালনা করেন ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আব্দুল মান্নান।

মৃত্যু মোটরবাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উস্তি: রবিবার ভোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মোটরবাইকের সঙ্গে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় মোটরবাইক আরোহীর। মৃত আরোহীর নাম ভুবন মাহাতো (২৭)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার হটুগঞ্জ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বালি ভর্তি লরি কলকাতা থেকে হটুগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। মোটরবাইকটি হটুগঞ্জ থেকে উস্তির দিকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হলে বাইক আরোহী ছিটকে পড়ে যায় এবং লরির চাকায় পিষ্ঠ হয়। স্থানীয় মানুষ বিষয়টি দেখতে পান এবং তারা বাইক আরোহীকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত ব্যক্তির বাড়ি ঝাড়খন্ডের বোকারো এলাকায়। কর্মসূত্রে উস্তি এলাকায় থাকত। সে ডায়মন্ড হারবারের একটি বেসরকারি ইলেকট্রিক কোম্পানিতে কাজ করত। পুলিশ জানায়, দেহটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। লরিটি আটক করা হয়েছে। লরির চালক পলাতক। তার খোঁজ চলছে। এদিকে এই দুর্ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ এখান থেকে লরিসহ বিভিন্ন বড়ো গাড়ি কোনও নিয়মবিধি মানে না।

মাতলা নদীর জল বিপদসীমার উপরে, বাঁধের কাজ শুরু দ্রুত গতিতে

বিশ্বজিৎ পাল • ক্যানিং

সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার মাতলা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের থুমকাচি গ্রামের বেশকিছু এলাকায় ক্যানিং মাতলা নদীর জলের উচ্চতা বেড়ে বাঁধ উপচে জল ঢুকে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। নদীর নোনা জল ঢুকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১০ থেকে ১২টি পুকুর এবং ঘর–বাড়ি। ক্ষতিগ্রস্ত বাসুদেব দাস, চন্দনা মণ্ডল, প্রতিমা মণ্ডল, বিপ্লব মণ্ডল বাবুরাম সর্দার, দিলীপ মণ্ডল, অনন্ত হালদার প্রমুখ। কান্নায় ভেঙে পড়ে তারা বলেন, এখনও ঘর–বাড়ির মধ্যে জল। এমনকী জলের টানে পড়ে যায় বাড়ি। সকালে ক্যানিং মাতলা নদীতে জোয়ারের সময় হঠাৎই জলের উচ্চতা বেড়ে যায়। বাঁধ উপচে জল ঢুকে আমাদের সব কিছু শেষ করে দেয়।

এই ঘটনায় পরিদর্শন করতে আসেন ক্যানিং–১ বিডিও, সেচ দফতরের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা। এ বিষয়ে ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য বলেন, ক্যানিং মাতলা নদীর জল ঢুকে বেশকিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা মেরামতের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। জেলা পরিষদের সহ–সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী বলেন, বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায় দীর্ঘ বছর ধরে ক্যানিং মাতলা নদীর বাঁধের সংস্কার হয়নি। বাঁধগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমনকী নদীতে পলি পড়ে গভীরতা অনেক কমে যাচ্ছে। এদিকে একটানা কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি চলছে। ফলে নদীর জলের উচ্চতা বেড়ে এমন ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়ে বিভাগীয় দফতরে আলোচনা করা হয়েছে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমা নদী বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মেরামতির কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। ডায়মন্ড হারবার নূরপুর শ্রীফলবেড়িয়া মৌজায় হুগলী নদীর বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে। কাকদ্বীপ মহকুমা কচুবেড়িয়া মৌজায় বোটখালি বেগুনাখালি এলাকায় নদীর বাঁধে মেরামতের কাজ চলছে।

চোলাই ঠেকে চিরুনি তল্লাশিতে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: ১২ তারিখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার এসপি প্রবীন ত্রিপাঠির নির্দেশে ব্যাপকভাবে তল্লাশি চালিয়ে ১৮৬ জনকে গ্রেফতার করল জেলা পুলিশ। এরসঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয় ইলিসিট ডিসটিল্ড লিকার ২৫৭৭ লিটার, দেশি স্পিরিট ৪৮৪ বোতল, ফারমেন্টেড ওয়াশ (যা দিয়ে পচিয়ে মদ তৈরি করা হয়) ২৭৪০০ লিটার, মোলাসেস (গুড়) ১৪৫০ কেজি, এছাড়া বিয়ার ৬৫ বোতল, বিদেশি মত ৪৯ বোতল। এর আগে ৯ তারিখে সোনারপুর থানার পুলিশ ও সোনারপুর সার্কেল আবগারি দফতরের যৌথ উদ্যোগে ৫৬০ লিটার চোলাই বাজেয়াপ্ত করা হয়। আবার ১১ তারিখে আবগারি দফতরের অতিরিক্ত সুপারের নেতৃত্বে তল্লাসি চালিয়ে ৪৪০ লিটার চোলাই বাজেয়াপ্ত করা হয়। গড়িয়ায় ঢালুয়া, বারুনি গোবিন্দপুর শামুকপোতা থেকে তিনজন চোলাই বিক্রেতাকে গ্রেফতার হয়।

আবগারি দফতরের সোনারপুর শাখার বড়বাবু জয়ন্ত বোস বলেন, সোনারপুরে উত্তর–দক্ষিণ মিলিয়ে ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত। তার মধ্যে মাত্র তিনটি সরকারি অনুমোদিত দেশি মদের দোকান। একজন মানুষ বহু দূর থেকে মদ কিনে বাড়ি নিয়ে যাবে সারা দিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর এটা সম্ভব না। সেই কারনে পাড়ায় কাছে পিঠে ঠেক থেকে চোলাই কিনে খাচ্ছে। এছাড়া দামও কম। সরকারের উচিত আরও ৮টি দেশি মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা এই সোনারপুরে। তিনি আরও বলেন, একটি দেশি মদের যা দাম চোলাই অনেক সস্তা পড়ে। তাই দেশি মদকে পাউচ প্যাকেট করলে চোলাইয়ের দামে নেমে আসবে।

আরও বিক্রি বেড়ে যাবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মোট আবগারি সার্কেল ১৪টি, ফোর্স কম, গাড়ি কম, মহিলা পুলিশ নেই বললেই চলে। তবে শোনা যাচ্ছে ২২ জন মহিলা পুলিশকে নেওয়া হচ্ছে। আধিকারিকের মূল বক্তব্য দেশি মদের দোকানের লাইসেন্স না বাড়ানো পর্যন্ত এইরকমভাবে চোলাই বিক্রি করতে থাকবে। যত ধরবে, জামিন পেয়ে ফিরে এসে আবার সে একইভাবে চোলাই বিক্রি করতে থাকবে, মানুষের মৃত্যুও বাড়বে।

জঞ্জাল মুক্ত টালিনালা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার • সোনারপুর

গড়িয়ায় টালির নালা জঞ্জাল অপসারণের জন্য ১০ জুলাই কলকাতা পুরসভায় মেয়র পারিষদের জঞ্জাল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবব্রত মজুমদারের সঙ্গে বৈঠক হয় রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার জঞ্জাল ও স্বাস্থ্য বিভাগের সিআইসি ডাঃ পল্লব দাস ও গড়িয়া স্টেশন রোডের কাউন্সিলর বিভাস মুখোপাধ্যায়ের। এই টালির নালা এতদিন ধরে সেচ দফতর ও কেএমডিএ যৌথভাবে দেখাশোনা করত। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বর্তমানে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কলকাতা পুরসভাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় টালির নালার পাড় জঞ্জাল মুক্ত করার জন্য। এই ব্যাপারে দেবব্রতবাবু দায়িত্ব দেন পল্লব দাস ও বিভাস মুখোপাধ্যায়কে।

যেহেতু এই নালা রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার মধ্যে পড়েছে প্রায় ৫–৬ কিলোমিটার পর্যন্ত এর মধ্যে পঞ্চায়েতের কিছুটা অংশ পড়েছে। গড়িয়া থেকে কাটিপোতা গঙ্গাজোয়ারা পর্যন্ত এই টালির নালার অবস্থান। বহুদিন ধরে গড়িয়া অঞ্চলে যে সমস্ত ফ্ল্যাট বাড়িগুলি হয়েছে সেই সব ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সমস্ত ময়লা আবর্জনা এখানে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয় সব থেকে বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে গড়িয়া স্টেশনের লাগোয়া দুটি বড় বাজার। এখানকার সবজি থেকে শুরু করে মাছ বাজারের যাবতীয় ময়লা দৈনন্দিন টালির নালার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতদিনে কোমর বেঁধে নামতে চলেছে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার জঞ্জাল ও স্বাস্থ্য বিভাগের সিআইসি ডাঃ পল্লব দাস। তিনি বলেন, এই মাসের শেষের দিক থেকে শুরু হবে এই টালির নালাকে জঞ্জাল মুক্ত। স্টেশন সংলগ্ন যে দুটি বড় বাজার আছে, সেখানে বড় বড় ফ্লেক্স টানানো হবে। মাইকে প্রচার করা হবে টালির নালাকে বাঁচানোর জন্য। টালির নালা বাঁচানোর জন্য। পল্লববাবু আরও বলেন, সব থেকে মুশকিল হল গড়িয়া স্টেশন বাজারটি রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ভিতরে পড়ছে না। এছাড়া বাকি জায়গাগুলোতে কোনও সমস্যা হবে না। গড়িয়া স্টেশন এলাকায় বেশি বৃষ্টি হলে ৩, ৪, ৫, ৬ নম্বর ওয়ার্ডগুলি জলমগ্ন হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ টালির নালায় ঢাল ও এই জঞ্জাল ফেলার দরুণ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিধায়ক কোটায় কাজের শীর্ষে সোনালী গুহ

কুনাল মালিক • আলিপুর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আবারও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে কাজের নিরীখে, শীর্ষে অবস্থান করছেন সাতগাছিয়ার বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ। গত ১৬ জুলাই জেলার পরিকল্পনা দফতর থেকে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ৯৭ শতাংশ ইউসি দিয়ে তিনি শীর্ষে আছেন। ২০১১–১২, ২০১২–১৩, ২০১৩–১৪ আর্থিক বছরে বরাদ্দ ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ইতিমধ্যেই তিনি খরচ করেছেন। ১৩৩টা প্রকল্প রূপায়ন করেছেন। আবার ২০১৪–১৫ সালের চলতি আর্থিক বছরে ৬০ লক্ষ টাকার প্রকল্প ইতিমধ্যেই তিনি জমা দিয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে আছেন কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা এবং সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা। তাঁরা ৯১ শতাংশ ইউসি জমা দিয়েছেন। ৫০ শতাংশ ইউসি এখনও যাঁরা জমা করতে পারেননি সেই তালিকায় আছেন বাসন্তীর সুভাষ নস্কর, কুলতলির রামশংকর হালদার, রায়দিঘির দেবশ্রী রায়, জয়নগরের তরুণকান্তি নস্কর, বারুইপুর পূর্বের নির্মল চন্দ্র মণ্ডল। প্রসঙ্গত, প্রথম থেকেই জেলায় বিধায়ক কোটার কাজের ক্ষেত্রে সোনালী গুহ শীর্ষে আছেন। জেলার পরিকল্পনা দফতরের আধিকারিক সুজয় সিকদার জানালেন, সোনালী গুহ'র কাজের খতিয়ান দৃষ্টান্ত মূলক। ঠিক সময়ে প্রকল্প এবং ইউসি তাঁর প্রতিনিধি জমা দেন। তিনি জানান, 'গত

২০ জুন নবান্নে রাজ্য পর্যায়ের বিধায়ক কোটার কাজ নিয়ে একটি সভা ছিল, সেখানে যা দেখা যাচ্ছে সম্ভবত রাজ্যেও সোনালী গুহ শীর্ষে আছেন বলেই অনুমান। তবে এখনও পুরো রিপোর্ট পাইনি।' আলিপুর সদরের মহকুমা শাসক কীর্ত্তিবাস নায়েকও সোনালী গুহ'র কাজের খতিয়ান দেখে উচ্ছ্বসিত। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়কদের উৎসাহ দিতে কাজের নিরীখে পুরস্কার দিতে পারেন। কাজের বিচারে শ্রেষ্ঠ বিধায়ক হিসেবে সোনালী গুহ সম্ভবত পুরস্কার পেতে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে সোনালী গুহ বলেন, 'যদি আমি পুরস্কার পাই সেটা আমার এলাকার মানুষের জন্যই উৎসর্গ করব। আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন, আমি সেই কাজে শরিক হতে চেয়েছি মাত্র।' মুখ্যমন্ত্রীর ছায়াসঙ্গী হিসেবে রাজনৈতিক কেরিয়ার গড়ে উঠেছে সোনালী গুহর। মুখ্যমন্ত্রী যেরকম ডাকাবুকো মনোভাবের, সোনালীর মধ্যেও কিছুটা রয়েছে তা।

মহানগরে

মেলা ও উৎসবই কী সব?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সুষ্ঠু রূপে পরিকল্পিতভাবে একটি রাজ্যকে পরিচালনা করতে গেলে সে পরিকল্পনায় বিবিধ 'উৎসব ও মেলা' রাখতেই হয়, এটা কোনও বাজে বিষয় হতে পারে না। তবে দেখতে হবে বা ভাবতে হবে তার বর্তমান আর্থিক অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে। রাজ্যের আর্থিক অবস্থা যখন খুবই খারাপ, যা আয় হয়, কোটি কোটি টাকা সুদ দিতে গিয়েই তা বেড়িয়ে যাচ্ছে. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে খোলা বাজারে বন্ড বেচে প্রায় প্রতিমাসে কোটি কোটি ঋণ নিতে হচ্ছে। এরকম একটা প্রবল আর্থিক ভয়ঙ্কর অবস্থায় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত এক বছরে ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা কেবল 'উৎসব ও মেলা' খাতে ব্যয় করেছে। চলতি অর্থবর্ষে ওই খাতে আবার ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন বলে বর্তমান রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ পরিকল্পনা আর কতদিন চলবে রাজ্যবাসীর জিজ্ঞাসা।

কলকাতা আছে কলকাতাতেই

পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার 'জিওগ্রাফিকাল আইকন' ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাইরের পরিবেশ নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে এই বিতর্ক। ময়দানের মেলা–সমাবেশ বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে কলকাতা বইমেলার মতো আইটেম। এমনকী ধর্মতলার বাসস্ট্যান্ডও পর্যন্ত উঠে যাবার সিদ্ধান্ত পাকা। পরিবেশ বাঁচাতে শুভ উদ্যোগ সন্দেহ নেই। কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বরের ভিতরের দশা অবহেলায় ভরা। সৌন্দর্যের গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ে পড়া গাছ বহুদিন ধরে মুখ থুবড়ে রয়েছে পথের ধারে, এখানে ওখনে জঞ্জালের স্তূপ। নজর নেই কারও। কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে অযাচিত নাগরিকের ভিড় কমাতে প্রবেশ মূল্য চালু করেই ক্ষান্ত। পরিবেশবিদরা এসব নিয়ে কি কিছু ভাবছেন?

ছবি – অরুণ লোধ।

প্রতিবাদ

সৌরভ চক্রবর্তীর জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে শারদীয়া ফেসবুক পরিবারের ডাকে প্রায় দেড়শো লোক একত্রিত হয় রবীন্দ্রসদন চত্বরে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ১৯ জুলাই–২৫ জুলাই, ২০১৪

কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্ক

কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্ক একটি বহু চর্চিত বিষয়। যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দুয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ বার বার এই সম্পর্কে লাগে দলীয় রাজনীতির কলঙ্ক। ফলে রাজ্যে রাজ্যে নাগরিকদের সুযোগ–সুবিধা, জীবন–ধারণে বৈষম্যের ছোঁয়া। কোনও রাজ্য উন্নতির শিখরে উঠছে আবার কোনও রাজ্য চরম পিছিয়ে পড়ার তালিকায় স্থান পাচ্ছে। এই গণতন্ত্র সংবিধান বিরোধী। সেখানে ভারতের সকল রাজ্যের নাগরিকদের সমান অধিকার।

এবারেও কেন্দ্রে পালা বদলের পর ফের কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর উপর গোঁসা করে বসে আছেন। কেন্দ্র নাকি বাংলাকে বঞ্চনা করার চক্রান্ত করছে। এসব দলীয় নেতা হিসেবে সাজে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী–প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই ধরণের মনোভাব দেশের পক্ষে সর্বনাশের কারণ। এর আগেও এই বৈরিতার চিত্র আমরা দেখেছি। কংগ্রেস আমল থেকে শুরু করে বাম আমল হয়ে এখন তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন। বিধান রায় থেকে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলের লক্ষ্য বাংলার উন্নতি, অথচ বাংলা পিছোচ্ছে। যে কোনও রাজ্যের উন্নতিতে কেন্দ্র–রাজ্য সুসম্পর্ক অত্যন্ত জরুরি। দলীয় কোন্দলকে এই সম্পর্কের মধ্যে টেনে এনে তিক্ততা সৃষ্টি করা মানে রাজ্যের মানুষের প্রতি প্রতারণা।

বাংলা চিরকালই অগ্রণী ভাবনা করে এসেছে। বিকল্প রাজনীতির চারণভূমি। আজ নয়, পরাধীন ভারতেও এর কোনও অন্যথা হয়নি। স্বাধীনতার পরও বাংলা দেখিয়েছে বিপ্লব–সংগ্রামের পথ। চেষ্টা করেছে বাঁচার নতুন পথের সন্ধান দিতে। কিন্তু কাল হল বাংলার ইংরেজরা যেমন কুটনীতির কষাঘাতে বাংলাকে ছিন্ন–ভিন্ন করেছে তেমন দেশীয় শাসকরাও বঞ্চনার তিরে বিদ্ধ করেছে বারবার। বিকল্প ভাবনাই কাল হল বাংলার।

বহুদিন ধরে বাংলা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের বিরোধী হয়ে দিন কাটিয়ে আজ ক্লান্ত। পিছোতে পিছোতে পিঠ ঠেকে গিয়েছে দেওয়ালে। এখনও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। বাংলার মানুষ ভাবতে শুরু করেছে আর নয়, কেন্দ্রের বন্ধু দলকেই রাজ্যে ক্ষমতায় আনাটা জরুরি। না হলে শুধু বিরোধিতায় গলা ফাটিয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। ইতিমধ্যে গত লোকসভা নির্বাচনের ফল সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। মানুষ কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছেন। রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের কর্তা ব্যক্তিদের বুঝতে হবে মানুষের এই মনোভাব কোন বাঁচার তাগিদে। জোর খাটিয়ে একে রোধ করা যাবে না। কেন্দ্র বিরোধী মনোভাব চলতে থাকলে এই পরিস্থিতির গতি আরও বাড়বে বই কমবে না। ফিরবে, মানুষ ফিরবে। বাঁচার সামান্যতম রসদটুকু পেলেই ফিরবে।

রাজ্যে এখন বিরোধী মতের বিরোধিতা চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে নিজের দলকে বাংলার মানুষের আশা–ভরসায় পরিণত করেছিলেন তিনি সেই বামেদের ফেলে যাওয়া কলঙ্কিত, অন্ধকার গলিতেই ঢুকে পড়লেন। সেই সিন্ডিকেট, সেই তোলাবাজি, সেই গুণ্ডামি, সেই কেন্দ্র–রাজ্য বিরোধিতা। মানুষের বিশ্বাস ক্রমশ চোরাস্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে। একে ফিরিয়ে আনতে না পারলে রাজ্যে ফের পরিবর্তনের ঢেউ উঠতে পারে।

বামনগাছির মতো ঘটনা কড়া হাতে দমন করা উচিত

পার্থসারথি গুহ

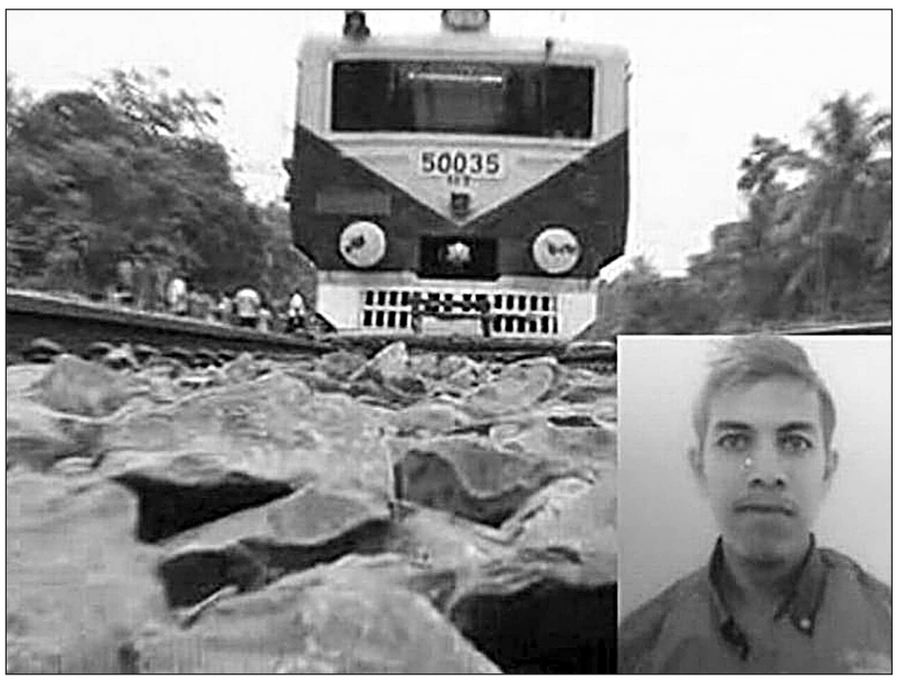

সম্প্রতি একটি ঘটনা নিয়ে আলোড়িত হয়েছে রাজ্য–রাজনীতি। আরও একবার শিরোনামে চলে এসেছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা। ঘটনাটি হল এই জেলার মধ্যে অবস্থিত বামনগাছিতে কলেজ ছাত্র সৌরভ চৌধুরীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। স্থানীয় সমাজবিরোধীদের কুকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলে তাঁকে ক্ষত–বিক্ষত করে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় খুন করা হয়। এই খুনে মূল অভিযুক্ত শ্যামল কর্মকার এবং তার দুষ্কর্মের সহকর্মীরা ইতিমধ্যে ধরা পড়েছেন। কিন্তু এটা কোনও খবর নয়। আসল যেটা সংবাদ তা হল এই খুনের প্রত্যক্ষ মদতকারীরা রাজ্যের শাসক দলের ঘনিষ্ঠ। এই খবর পাওয়া গিয়েছে খোদ পুলিশের থেকেই। অর্থাৎ তদন্তে যাদের নাম উঠে আসছে এদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে তারা সক্রিয় তৃণমূলকর্মী। এমনকি খুনের ঘটনা ঘটার পর এই দুষ্কৃতীদের কুকর্ম চেপে রাখার জন্য প্রভাব খাটানো হয়েছিল ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে। এই অভিযোগটাও রাজ্যের রাজনৈতিক বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু খুনের ঘটনায় জড়িত থাকা বা দুষ্কৃতীদের মদত দেওয়া নয়, পৈশাচিক এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার পর তৃণমূলের কোনও শীর্ষ নেতাকে সেখানে দেখা যায়নি। অনেক পরে নিহত ছাত্রের বাড়িতে সমবেদনা জানাতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়। যাঁকে ঘিরে স্থানীয় মানুষ রীতিমতো বিক্ষোভ দেখান। এই স্থানীয়রা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। বরং মুকুল রায়ের মতো একজন প্রথম শ্রেণীর শাসকদলের নেতার আবির্ভাব তাঁদের ক্ষুব্ধ করেছে এই ঘটনায় রাজনীতি চলে আসায়। বিক্ষোভকারীরা প্রাক্তন রেলমন্ত্রীকে এও জানিয়ে দেন সৌরভের মৃত্যু নিয়ে কোনও রাজনীতি করতে চান না তাঁরা। অথচ সৌরভের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর বারংবার শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে দাবি করা হয়েছে সৌরভ নাকি তাঁদের দলের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অথচ, এই কথা সর্বৈব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন সৌরভের গোটা পরিবার। এমনকি প্রতিবেশীরাও সৌরভের রাজনৈতিক সঙ্গ থাকার কথা নাকচ করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও মিটিং–মিছিলে এবং ঘটা করে গণমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে তৃণমূল নেতা–নেত্রীরা দাবি করেছেন সৌরভ চৌধুরী তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্যসভাপতি শঙ্কুদেব পণ্ডা, মহিলা সংগঠনের সভানেত্রী তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়ের বক্তব্য এই ব্যাপারে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এখানেই প্রশ্ন দানা বাঁধছে এতটা মিথ্যা কথা কেন বলা হয়েছে শাসক দলের পক্ষ থেকে। এই ব্যাপারে অন্তর্তদন্তে যা বেরিয়ে আসছে তা হল শাসক দলের নাটকীয় রাজনীতি। যা দেখিয়ে সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায় করতে চাইছেন তারা। একবারও মনে করছেন না যে, এই ধরনের মিথ্যালাপের ফল অত্যন্ত খারাপ হতে পারে।

তাও মুকুল রায় দেরিতে হলেও, পিছনের রাস্তা দিয়ে গেলেও সৌরভের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় বিধায়ক তথা অভিনেতা চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী কেন একবারও তাঁদের বাড়িতে গেলেন না, এই নিয়ে জল্পনা কম নয়। এর আগেও এই জেলাতেও কামদুনির ঘটনা ঘটার পরেও একইভাবে অভিযুক্ত হয়েছিল শাসক দল। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছুদিন পরে ঘটনাস্থলে যান। তাও বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। যদিও নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বিক্ষোভকারীদের এই আচরণে উল্টে খেপে গিয়েছিলেন রাজ্যের মা–মাটি–মানুষের নেত্রী।

> **বামনগাছির ঘটনার পরেও অনেকে আশা করেছিলেন শোকসন্তপ্ত চৌধুরী পরিবারের পাশে দাঁড়াবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে মাতৃসুলভভাবে সৌরভের মা–বাবা এবং দাদাকে সান্ত্বনা দেবেন। কিন্তু আদৌও এসব কিছু ঘটেনি।**

বামনগাছির ঘটনার পরেও অনেকে আশা করেছিলেন শোকসন্তপ্ত চৌধুরী পরিবারের পাশে দাঁড়াবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে মাতৃসুলভভাবে সৌরভের মা–বাবা এবং দাদাকে সান্ত্বনা দেবেন। কিন্তু আদৌও এসব কিছু ঘটেনি। দুষ্টুলোকেদের বক্তব্য কামদুনির অভিজ্ঞতার পর আর ঝুঁকি নিতে চাননি রাজ্যের পালাবদলের নেত্রী। বরং নিজের একান্ত বিশ্বাসভাজন মুকুল রায়কে পাঠিয়ে ঘটনাটিকে হাল্কা করতে চেয়েছেন তিনি। যদিও এতে কার্যত ঘৃতাহুতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে না আসায় ক্রমশ ক্ষোভ বেড়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। পরিবর্তনের আস্বাদন আনা মুখ্যমন্ত্রী অনেকটাই পাল্টে গিয়েছেন বলে মনে করছেন গ্রামগঞ্জের বহু মানুষ। কামদুনি, বামনগাছির ঘটনার পর এগুলি আরও প্রতিফলিত হচ্ছে। তৃণমূল শিবির থেকে অবশ্য ৩৪টি আসন দেখিয়ে দাবি করা হচ্ছে, রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন। প্রাথমিকভাবে এই ফল যে কোনও দল বা সংগঠনের ক্ষেত্রে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এখানেই লুকিয়ে রয়েছে অশনিসঙ্কেত। আগামী দিন যদি এই সাধারণ মানুষ একএক করে দূরে সরতে থাকে তবে খুব একটা ভালো হবে না ঘাসফুলের পক্ষে। জয়ের আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকা তৃণমূলীদের অবশ্য এইসব সাবধানবাণী শুনিয়ে কোনও লাভ নেই। পাল্টা যুক্তি দিয়ে তারা বুঝিয়ে দেবেন সরকারের প্রগতি এবং উন্নয়নের কথা। যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কথা বলে তৃণমূল, তাঁদের বাদ দিয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সেটাও এখন বুঝছেন না তৃণমূল নেতৃত্ব।

একেই হয়তো বলে ক্ষমতার আস্ফালন। একটা সময় বুদ্ধবাবুরা এই ধরনের ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন প্রচুর। বানতলার ঘটনা ঘটার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলে উঠেছিলেন, 'এমন ঘটনা তো কতই ঘটে।' সেই দর্প অবশ্য আজ চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে বামেরা এখন আলিমুদ্দিনের অন্ধকূপের বাসিন্দা হয়ে উঠেছেন।

বরং নবতম শক্তি হিসেবে রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দানে ওয়ার্মআপ করতে দেখা যাচ্ছে বিজেপি দলকে। বামনগাছির ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করতে তাঁরাও ঝাঁপিয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক সৌরভের পরিবার তথা তাঁর বাবা–মা বিজেপি'র সমর্থক হিসেবেই পরিচিত। ছেলের মৃত্যুর পর শাসক দল তৃণমূলের প্রতি তাঁদের রোষানলও কোনও অংশে কম নয়। স্থানীয় বাসিন্দারাও গ্রেফতার হওয়া আসামী শ্যামল কর্মকারের ফাঁসির দাবি তুলছেন। অথচ শ্যামলের বাড়বাড়ন্তের পিছনে যে শাসকদলের নেতাদের হাত থাকার অভিযোগ উঠছে, তাদের বিরুদ্ধে সরব নয় প্রশাসন। অনেকটা অনুব্রত, মণিরুলদের তোল্লাই দেওয়ার মতোই একরকম দুধ কলা দিয়ে সমাজের এই নিকৃষ্ট জীবদের মদত দিচ্ছে তাঁরা। এমন অভিযোগও রয়েছে আনাচে–কানাচে। শাসক দল প্রকাশ্যে তা মানতে না চাইলেও দলের অন্ধসমর্থকরাও কিন্তু ক্ষুব্ধ হচ্ছেন এই ভূমিকায়।

এর ফলে নড়ে যাচ্ছে তাঁদের ভিত। একটা সমাজবিরোধীকে মদত দেওয়া মেনে নিচ্ছেন না কোনও সুস্থ মনোভাবসম্পন্ন নাগরিক। এই ধরনের ঘটনায় সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর তৎক্ষণাৎ ভূমিকা দেখতে চাইছেন আম–আদমি। যে মুখ্যমন্ত্রী একসময় সাধারণ মানুষের বিপদে–আপদে রাতবিরেতে ছুটে যেতেন তিনিই এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুপ থাকছেন। এতেও বিস্মিত রাজ্যবাসী।

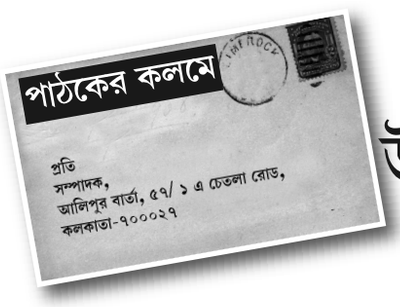

রাস্তা উন্নয়নের দাবি

কুলপি হাসপাতাল থেকে শুরু হয়ে ট্রেনলাইন ক্রস করে গাজিপুরে রাস্তাটি যোগ হয়েছে। প্রত্যহ এই রাস্তা দিয়ে বরাকরা, কামারচক, মিধাকুন্ডু, সন্তোষপুর, আমপোল ইত্যাদি গ্রামের প্রায় দশ হাজার লোক যাওয়া–আসা করে। কুলপি স্টেশনের লোকেরা ট্রেন ধরতে এই রাস্তা ব্যবহার করে। দীর্ঘ কয়েকদশক ধরে এই রাস্তার কোনও উন্নতি হয়নি। রাস্তাটি পিচ ঢালাই করার কথা বলা হলেও কোনও সরকার এতে কান দেয়নি। কাছাকাছি কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই রাস্তা দিয়ে প্রত্যহ যাওয়া–আসা করে। এই রাস্তাটি কামারচক গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং গাজিপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। কামারচক গ্রামের প্রধান হাবিব এবং গাজিপুর পঞ্চায়েত প্রধান কুতুব এবং জেলা পরিষদের সদস্য নিরঞ্জন মাঝি।

সুজয় হালদার, কুলপি।

অমৃতকথা

২৮২। প্রশ্ন–বৈরাগ্য সাধন কেমন করে করতে হয়?

উত্তর– স্ত্রী স্বামীকে বললে, 'আমার দাদা সন্ন্যাসী হবে, আজ ক'দিন ধরে তার কিছু কিছু যোগাড় করছে।' স্বামী বললেন, 'দূর ক্ষেপী, সে কখনও সন্ন্যাসী হতে পারবে না, যোগাড় টোগাড় করে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।' স্ত্রী বললে, 'তবে কি করে হওয়া যায়?' স্বামী বললেন, 'দেখবি ক্ষেপী কি করে হয়?' স্ত্রীকে মা বোলে কৌপীন পোরে তৎক্ষনাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর ফিরলেন না।

২৮৩। প্রশ্ন– বৈরাগ্য কয়প্রকার?

উত্তর–সাধারণত দুইপ্রকার, তীব্র ও মেদাটে। তীব্র বৈরাগ্য রাতারাতি খাল কেটে পুকুরে জল আনার মতন। মেদাটে বৈরাগ্য হচ্ছে হবে, কবে হবে তার ঠিক নেই।

২৮৪। প্রশ্ন– সংসারাসক্তি কি প্রকার?

উত্তর– সংসারাসক্তি লোক ভাঁড়সে নেউলের মতন। যারা নেউল পোষে, তারা দ্যালের গায়ে একটা ভাঁড় বা কলসী টাঙিয়ে রাখে এবং নেউলের গলায় একগাছা দড়ি বেঁধে দড়ির অপর দিকে একখানা ইট বেঁধে রাখে। নেউল ভাঁড় থেকে এদিক ওদিক বেড়াতে থাকে, কিন্তু তাড়া পেলে বা ভয় পেলে দৌড়ে গিয়ে ওপরে ভাঁড়ের ভেতর চলে যায়, কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে পারে না। তার গলায় দড়িতে যে ইট বাঁধা থাকে তারই ভারে সে নেবে পড়ে। সংসারী লোকও সেইরকম দুঃখে–কষ্টে পড়ে অনেক সময় উর্ধ্বে (অর্থাৎ ঈশ্বরেতে) আশ্রয় নেয়, কিন্তু বেশিক্ষণ সেভাবে থাকতে পারে না, সংসার রূপ ইটের ভরে আবার নেবে পড়ে ও সংসারে মিশে যায়।

২৮৫। প্রশ্ন– ঈশ্বর কোথা আছেন, তাঁকে কিরূপে পাওয়া যায়?

উত্তর– সমুদ্রে রত্ন আছে যত্ন চাই। সংসারে ঈশ্বর আছেন সাধনা চাই।

২৮৬। প্রশ্ন– ঈশ্বর এ দেহে কীভাবে থাকেন?

উত্তর– তিনি পিচকারীর কাঠির মতো আল্গা থাকেন।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

যাওয়া আসার পথে–পথে

আজ হুমায়ুন আহমেদ–এর মৃত্যুদিন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

আজ উনিশে জুলাই। ঠিক দু'বছর আগে ২০১২ সালের এইদিনে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত নামী সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ মারা গিয়েছিলেন। এইভাবে বহু খ্যাতিমান মানুষের জন্মদিন মৃত্যুদিন নীরবে চলে যায়, আমরা তাঁদের কথা মনে রাখি না। আমরা অবশ্য আত্মবিস্মৃত জাতি, এতো অনেকেই বলেছেন। যেমন, হুমায়ুন আহমেদ–এর কথাইবা আমরা আর কতজন জানি! সেদিন অটোতে ঠাকুরপুকুর থেকে টালিগঞ্জ যাওয়ার সময় শিক্ষিকা–বন্ধু সবিতা দাস আক্ষেপ করছিল, হুমায়ুন আহমেদ এত লেখা লিখেছেন, এত সিনেমা তৈরি করেছেন, এতবড় নাট্যকার কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ তাঁকে সেইভাবে জানেই না। তাঁর লেখা পড়েইনি। সবিতাকে বলি, আমরা যে কাকে জানি আর কাকে জানি না, এ বলা মুশকিল। এরজন্য আক্ষেপ করে কী হবে?

আমরা তো ভাবি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের খুব জনপ্রিয়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা অনেক জানি, রবীন্দ্রনাথ অনেক পড়েছি, বুঝেছি – সত্যি কি তাই? সাধারণ মানুষের মধ্যে করা একটা সমীক্ষায় দেখেছিলাম, রবীন্দ্রনাথকে কেউ চেনেন ঋষি–মুনি হিসেবে, কেউ জানেন গায়ক হিসেবে, কেউ জানেন বেশ ধনীলোক হিসেবে। আর পড়াশোনা করা শিক্ষিত লোকেদের কথা তো আলাদা। তাঁদের কথায় পরে আসছি।

আসলে, এইসব বিষয়ে আমাদের জানার আগ্রহটা ধীরে ধীরে কমছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার এক প্রবীণ অধ্যাপক বলেছিলেন, 'এখনকার বহু তরুণ অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও চোখ রাখে শেয়ার মার্কেট–এ। সারাক্ষণ মোবাইল–এ বা ল্যাপটপ–এ ইন্টারনেট সার্চ করে। শেয়ারে টাকা লাগিয়েছে তো। টাকার ওঠা–পড়াটা নজরে রাখছে। ওইসব টাকায় নামী ব্রান্ডের গাড়ি কিনবে, বাড়ি কিনবে, আরোও আরোও অনেক কিছু চাই। তাদের নিজেদের পড়ায় কেন, ছাত্র–ছাত্রীদের পড়ানোতেই কোনও মন নেই। এই পড়ানোর জন্য মাসের শেষে মোটা টাকা মাইনে পায়, সে সব খেয়াল করে না।'

এই প্রবণতা বেশ বাড়ছে। পদার্থবিদ্যায় এম এস সি পাশ এক করা যুবক বলেছিল, 'আমি তো ফিজিক্স পড়েছি, তাই রবীন্দ্রনাথটা একেবারে জানি না।' এটা বলার মধ্যে তার একটা গরিমা লক্ষ্য করেছিলাম। এই কথাটা বলেছিলাম, পদার্থবিদ্যার এক নামী অধ্যাপক ড. অরূপ রায়–কে। তিনি বলেছিলেন, 'এটা যে বলেছে, সে ফিজিক্সটাও জানে না।' ডঃ রায় সেদিন রবীন্দ্রনাথ–এর মানবধর্ম আসাধারণভাবে বুঝিয়েছিলেন একটি আলোচনায়। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কি জ্ঞান, কি পাণ্ডিত্য! আলোচনা শেষে নিজের মুগ্ধতা প্রকাশ করলে, অরূপ বাবু বলেছিলেন, 'বিষয়টাকে ভালোবাসলেই বাকিটা আসবে। নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ে পড়া অন্য একটা বিষয়কে বুঝতে সাহায্য করলেও করতে পারে, অনাগ্রহ তৈরি করবে কেন, বা বাধা হবে কেন? আর এই না জানার মধ্যে কোনও গৌরব নেই।' অর্থাৎ ফিজিক্স পড়লে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে অসুবিধা নেই।

যাকগে, সবিতাকে এসব জ্ঞান–পরামর্শ দিলাম, যাতে শুধু হুমায়ুন আহমেদ–এর প্রতি অবহেলা হচ্ছে এমনটা সে না ভাবে। ও খুব মুডি। মন খারাপ হলে অনেক বোঝাতে হয়। তবে এখন খানিকটা স্বস্তি মনে হয় সে পেল। অনেক উদাহরণ দিয়েছিতো, শান্তি না পেয়েও তার উপায় নেই। সে জানে, না হলে আরো বক–বক করব। অন্য একদিন সবিতা ফোনে জানিয়েছিল, সে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি যাবে। ওখানে খুব জরুরী দরকার। রাত্রে ফোন করেছিলাম। ফোন বেজে গিয়েছিল। ভাবলাম, আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরেনি, অথবা রাস্তায় আছে। কিছুক্ষণ বাদে মোবাইল ফোন–এ 'এস এম এস' এসেছিল। ওতে লেখা, 'এখন কথা বলার মতো মনের অবস্থা নেই। হুমায়ুন আহমেদ–এর একটা লেখা পড়ে মনে এত কষ্ট হচ্ছে কি বলব! এই লেখা পড়ার পর আজ আত্মীয়ের বাড়ি যেতে পারিনি।' আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়াটা ওর খুব প্রয়োজন ছিল। এস এম এস–এই জানিয়েছিলাম, ওর অনেক ক্ষতি হল। এস এম এস–এর উত্তর এসেছিল, 'হুমায়ুন আহমেদ কারোর ক্ষতি করতে পারেন না। আমার কোনও ক্ষতি হয়নি।' কি বিশ্বাস!

ভাবলাম, এখানেই একজন লেখক সফল। কত দূরে থেকেও একটা মানুষকে কোথাও যেন হুমায়ুন অনেকটা ছুঁয়ে গিয়েছেন। এইভাবে হুমায়ুন আহমেদ বহু মানুষকে স্পর্শ করেছেন। অটোটা ক্যানসার হাসপাতালের সামনে দিয়ে চলেছে। সবিতা হুমায়ুন–এর বিষয়ে বলতে শুরু করে। এমনিতে চুপচাপ মানুষটি হুমায়ুন–এর বিষয়ে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আসলে হুমায়ুন ওর প্যাসান, ওর ভাললাগা। ও বলে, 'এখন ক্যানসার হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, আর হুমায়ুন ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল, ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করি। সে সুযোগ পেলাম না।' অটোতেই চুপ করে শুনতে থাকি।

১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর এখনকার বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার কুতুবপুর গ্রামে তাঁর জন্ম।

> **হুমায়ুন আহমেদ এত লেখা লিখেছেন, এত সিনেমা তৈরি করেছেন, এতবড় নাট্যকার কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ তাঁকে সেইভাবে জানেই না।**

বাবা পুলিশের চাকরি করতেন। সেই সূত্রে সিলেট, কুমিল্লা, চিটাগাঙ, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি বহু জায়গায় থেকেছেন এবং সেইসব জায়গাগুলোতেই লেখাপড়া করেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বাবা মারা যান। তিনিও সাহিত্যিক ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি বিয়ে করেন, কিন্তু ২০০৩ সালে তাঁরা স্বামী–স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হন, তাঁদের ডিভোর্স হয়। অবশ্য পরে ২০০৫ সালে তিনি অন্য আর একজনকে বিয়ে করেন। সেই মহিলা তাঁর মেয়ের বান্ধবী ছিল। অধ্যাপকের চাকরি করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রসায়ন–এর অধ্যাপক, বিদেশ থেকে ডক্টরেট হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যে পুরো সময়ের লেখক–শিল্পী হতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের চাকরিতে আটকে থাকলে তাঁর চলবে কী করে? ব্যাস, ১৯৯০–এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিলেন। সবিতা বলে চলেছে হুমায়ুন আহমেদ–এর গল্প। ওতো শিক্ষিকা, তাই গুছিয়ে বলায় ও বেশ পটু।

অটো চলছে। একটু ধীরে বলতে বলি। সামনে অটো ড্রাইভারের পাশে বসা এক বয়স্ক মহিলা মোবাইল ফোনে বেশ জোরে জোরে কথা বলছেন। ভাবলাম, তিনি আর একটু জোরে বললে, মাঝখানে মোবাইল ফোনটা লাগত না, ওপাশের মানুষটা এমনিতেই শুনতে পেতেন। কিন্তু, এসব কথাতো আর বলা যায় না, ঝগড়া শুরু হতে পারে। অবশ্য, অটো–ড্রাইভারেরও খুব অসুবিধা হচ্ছিল, তাই তিনি বললেন, 'দিদি, ফোনে আস্তে কথা বলুন।' অটো–ড্রাইভারেরতো এসব বলার হক আছে। ভদ্রমহিলার গলার জোরটা একটু কমল। সবিতার এসবে খেয়াল নেই। সে হুমায়ন–এ বুঁদ তখন। সে বলে চলেছে। হুমায়ুন আহমেদ–এর তৈরি প্রথম ছবি 'আগুনের পরশমণি' ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। ১৯৭৩ সালে তিনি প্রথম পুরস্কার পান লেখক শিবির পুরস্কার, ১৯৮১ সালে তিনি বাংলা অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন, ১৯৯৪ সালে একুশে পদক পান। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, হুমায়ুন আহমেদ বাংলা ভাষায় সব থেকে শক্তিশালী লেখক। এবার পাশে বসা এক অল্প বয়সী যুবতী বলেন, 'আপনি কার কথা বলছেন?' সবিতা বলে, 'হুমায়ুন আহমেদ–এর কথা।' যুবতী বলে, 'আচ্ছা!' যুবতীকে জানতে চাই, 'কেন আপনি জানেন নাকি হুমায়ুন–এর কথা?'

– না, জানি না। তবে সুনীল গাঙ্গুলী বলেছেন, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক, তাই জানতে চাইলাম। সুনীল তো আসলে আমার খুব প্রিয়।

একটু চুপ থেকে যুবতী জানতে চান, 'আচ্ছা, হুমায়ুন আহমেদ কেমন লেখা লিখতেন?'

ওর কৌতূহলে ভাল লাগে। সবিতাও খুশি হয়। ও বলে, 'আসলে হুমায়ুন–এর লেখা না পড়লে, বোঝা যাবে না, উনি ঠিক কত বড় মাপের লেখক ছিলেন!' আমি বলি, সেটা সবার জন্যই সত্যি। লেখা না পড়লে বোঝা যাবে কী করে তাঁর সাহিত্য গুণ। গান না শুনে গায়ককে বোঝা যায় নাকি! সবিতা বলে, 'সুনীল গাঙ্গুলী বলেছিলেন, উনি আমাদের শরৎচন্দ্রের চেয়েও বড় মাপের লেখক ছিলেন।' বলি, 'এই তুলনাটা না করাই ভালো। প্রত্যেকে যে যার মতন। আর শরৎচন্দ্রকেও কি আমরা সঠিকভাবে বুঝেছি?'

কথাটা পছন্দ হয়, সেই অচেনা যুবতীর। অটো–জার্নিটা জমে ওঠে। নিজে থেকেই আলাপ করেন স্মার্ট সেই যুবতী। বলেন, 'আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে এম এ করছি। তাই এই আলোচনা আমার ভাল লাগছে।'

১৯৮৩ সালে হুমায়ুন দূরদর্শনে প্রথম নাটক করেছিলেন 'প্রথম প্রহর'। তাঁর প্রথম ধারাবাহিক নাটক 'এইসব দিন রাত্রি'। আহমেদ নিজের সিনেমার জন্য গানও লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, 'আমি আজ ভেজাবো চোখ সমুদ্রের জলে.....'। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সাহসী ছিলেন, তেমনি সাহসী ছিলেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি করতে। সর্ম্পকের বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর সাহস ছিল। গতানুগতিকতা পছন্দ করতেন না। এদিকেতো রাস্তা শেষ হয়। আমরা টালিগঞ্জ মেট্রোর কাছে পৌঁছে যাই।

যুবতীটি সবিতা সর্ম্পকে আগ্রহী হয়। সে দাঁড়িয়ে থাকে কথা বলার জন্য। আমার খুব তাড়া, সবিতারও। কিন্তু হুমায়ুন আহমেদ সর্ম্পকে একজন জানতে চায়, তাকে না বলার ক্ষমতা কিংবা ইচ্ছা ওর নেই। ও দাঁড়িয়ে পড়ে। হুমায়ুন মিলিয়ে দেন আমার শিক্ষিকা–বন্ধু এবং সেই যুবতীকে। সবিতা যুবতীকে জিজ্ঞেস করে, চা খাবেন?

– হ্যাঁ, চলুন, একটা দোকানে বসি। হুমায়ুন আহমেদ–এর গল্পটা আর একটু শুনি।' সপ্রতিভ যুবতী সবিতাকে আপন করার চেষ্টা করে। আমি মেট্রো স্টেশনে ঢুকে পড়ি।

গবেষকের কৃতিত্ব

রনেশ নন্দী

১৫ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকার ৬ পাতায় ছাপা 'পূর্বে দরাজ বর্ষা, খরার ভ্রুকুটি বাকি দেশে', নিজস্ব সংবাদদাতা। কথা হল এই সংবাদ পরিবেশন করার আগে কি তারা গ্রামে গঞ্জে খবর টবর নিয়েছেন। কারণ, যেমন ১৫ জুলাই তেমন এটা ৩০ আষাঢ়ও বটে।

মানে আষাঢ়–শ্রাবণ দুই মাসকেই বর্ষা হিসেবে ধরা হয়, তার অর্থ বর্ষার একমাস অতিক্রান্ত হয়েছে। বাকি এক মাসে আপনারা কি মনে করেন বাংলা ধনধান্যে পুষ্পে ভরে উঠবে? কিন্তু গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা বলে তা সম্ভব নয়। কারণ বর্ষা যখন স্বাভাবিক নয় ফলে যা কিছু হতে পারে, গ্রামে–গঞ্জে মানুষজন বলছেন মাঠের ধান গাছ আগাছার রূপ নিচ্ছে জলের অভাবে। আপনাদের পত্রিকার আর একটি সংবাদ, যেখান দিল্লি বলছে কমলো খুচরো–পাইকারি বাজারের মূল্যবৃদ্ধি, আশঙ্কা ঘাটতি বর্ষা নিয়ে (আনন্দবাজারের ১০ পাতায়)। আমরা কিন্তু বাজারের পাইকারি বা খুচরো সব ক্ষেত্রেই দাম বাড়তে দেখছি, কোথাও কমতে দেখছি না। তাহলে কি বলতে হয় যে দিল্লি বিভ্রান্তিকর প্রচার করছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতের বর্ষার ধরণ পাল্টেছে। কেন এই পরিবর্তন এবং ভবিষ্যতে তা কি রূপ নিতে চলেছে এই সংক্রান্ত তথ্য জানতে মার্কিন সংস্থায় নিয়োগ করা হয়েছে ২৯ জন গবেষককে। ওই আন্তর্জাতিক দলে একমাত্র ভারতীয় গবেষক হিসেবে আছেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভূ–তত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক সুপ্রিয় দাশ।

২০১৫ সালের মাঝামাঝি জাহাজে বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দেবেন গবেষকরা (আনন্দবাজারের ১৪ পাতায়)। যে দল ২০১৫ সালে কাজের জন্য মাঠে নামবে খেলতে, তাদের কৃতিত্ব ২০১৪'র ১৫ জুলাই কীভাবে ঘোষণা হল?

আরও বলি শুধু তাদের সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে ঘুরলে হবে না, মরুভূমিতেও ঘুরতে হবে মরুভূমির জাহাজ উটের পিঠে। কারণ মরুভূমিই পারে প্রকৃত বর্ষার জন্ম দিতে। তাকে অবহেলা করলে গবেষণাই বৃথা হবে। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সেই লক্ষ কোটি মানুষের অন্ন যোগাবে, পৃথিবীর উন্নতিতে সাহায্য করবে।

বিজেপি'র প্রতিবাদ সভা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: বুধবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার বাসস্ট্যান্ডে বিজেপি পূর্ব জেলা ও ক্যানিং–১ মণ্ডল কমিটির আয়োজনে প্রতিবাদ সভায় বিজেপি'র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি রাজনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমরা রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে চাই। শুধু ক্যানিং মহকুমা নয়, সারা রাজ্য জুড়ে বিজেপি'র কর্মী সমর্থকদের উপর সন্ত্রাস চলছে। মিথ্যা মামলায় বিজেপি'র কর্মী–সমর্থকদের ফাঁসানো হচ্ছে। যাঁরা এরূপ কাজ করছেন সেই পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করুন। আইনের প্রতিকার আইন দিয়ে হবে। এদিন গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর পঞ্চায়েতের সিপিএমের যুব সম্পাদক লোকাল কমিটির পরিতোষ হালদারের নেতৃত্বে এক হাজার দলীয় কর্মী–সমর্থক যোগদান করেন পদ্মফুলে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি'র সাধারণ সম্পাদক রবীন চ্যাটার্জি। তিনি বলেন সিপিএম থেকে এক হাজার কর্মী–সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেছে। তাদের দলের সংগঠনের হয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে। রবীন চ্যাটার্জি আরও বলেন, বহু বিজেপি কর্মী–সমর্থক ঘর ছাড়া এবং দোকানপাট বন্ধ আছে সন্ত্রাসের কারণে। তারই প্রতিবাদ এসডিপিও'র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সহ–সভাপতি বাদশা আলম, সত্যব্রত চক্রবর্তী, দেবতোষ আচার্য প্রমুখ।

সামালীতে মনসামেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৫ জুলাই দক্ষিণ শহরতলীর বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত সামালীতে ধূমধাম করে মনসার পূজা উপলক্ষে জমে উঠেছিল মনসা মেলা। সুপ্রাচীন এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই হাজার হাজার মানুষ এখানে সকাল থেকে ভিড় জমান। মনসাতলা স্টপেজের ডানদিকের রাস্তা চলে গিয়েছে মনসা মন্দিরে। ধর্মপ্রাণ মানুষ পূজার ডালা নিয়ে মন্দিরে পুজো দেন। মন্দিরের পাশেই মনসা গাছে অনেকে শাঁখা–সিঁদুর দিয়ে পুজার নৈবেদ্য দেন। রাস্তার দু'দিকে দোকানদাররা নানা পসরা সাজিয়ে বসেন। খেলনা, গাছগাছালি, মাটির পুতুল, মনোহারি দ্রব্য, বাঁটি, কুলো সবই পাওয়া যায় মেলায়। তবে মন্দিরে যাবার রাস্তার হাল খুবই খারাপ।

তাতে বর্ষার জল জমে আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছে। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা ছিল। মেলা কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টায় মেলায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। সামালীর এই মনসামেলা মানুষের হৃদয়ে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

বিজেপি'র স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সম্প্রতি বেশ কয়েক দফা দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফৈয়াজ আহমেদের কাছে স্মারকলিপি তুলে দিল বিজেপি'র ক্যানিং–১ মণ্ডল কমিটির সদস্যরা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মণ্ডল কমিটির সম্পাদক গৌতম কুমার রায়, তাপস চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ দেবনাথ প্রমুখ। গৌতম রায় বলেন, ক্যানিং–১ নম্বর ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত খাসমহল দফতরের ৫ একর জমিতে অবৈধ দখল নিয়ে এই স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফৈয়াজ আহমেদ স্মারকলিপি পাওয়ার কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, তা খতিয়ে দেখা হবে।

TENDER NOTICE No. 01/TN/2014
(For Press Advertisement)

"Sealed tenders are invited by the undersigned from willing bonafide suppliers having valid current Income Tax Clearance Certificate, VAT Registration Number and other requisite documents (All in original or attested photocopies) with requisite Earnest Money of Rs. 25,000/- only (Twenty-five thousand) only in the form of NSC./ KVP./ Treasury Challan / GP. Note duly pledged in favour of Additional Director General & Inspector General of Correctional Services. W. Bengal or Superintendent, Diamond Harbour Sub-Correctional Home, for supply of Dietary and Miscellaneous articles of Diamond Harbour Sub-Correctional Home for the period from the date of acceptance to 31/12/2014 as per schedule(s) which may be had from the office on any working day during office hours. Last date of Tender submission is 30/7/2014 by 2-00 PM.

Sd/-
Superintendent
Diamond Harbour Sub-Correctional Home

৯০৭(৩)/ জে. ত. স.দ./২৪পরঃ (দঃ)/১৮.৭.১৪

সপ্তাহের সেরা বিভীষিকা

ফের দুর্ঘটনার কবলে পড়ল মালয়েশিয়ার বিমান। মাস ছয়েক আগের দুঃস্বপ্নকে উস্কে দিয়ে প্রাণ গেল শত শত আরোহীর। যার মধ্যে বহু মহিলা এবং শিশুও ছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য কালপ্রিটদের চিনে নেওয়া গিয়েছে। ইউক্রেনের রুশপন্থী উগ্রপন্থীদের মিসাইল আক্রমণে এই বর্বরোচিত আক্রমণ ঘটেছে।

ভেজাল খেয়ে মরা ছাড়া গতি নেই কলকাতাবাসীর

একের পাতার পর

ফলস্বরূপ তারা খাদ্যে ভেজাল মেশাতে গিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবছে না। পুর খাদ্য দফতরে গিয়ে খোঁজ করলে জানা যায়, ২০১১'র ৬ আগস্ট নয়া আইন চালু হওয়ার পরে, ২০১২–য় নমুনা খাদ্য সংগ্রহ হয়েছে সাকুল্যে ২৬টি। ২০১৩–য় ৭৪টি। নমুনা সংগ্রহের পর পরীক্ষার রিপোর্ট একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে জানাবার কথা। কিন্তু এ নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে মানা হয়নি। কেন না নমুনা পরীক্ষার পর্বেই গলদ রয়েছে।

পুর সূত্রের খবর, খাদ্যে ভেজাল পরীক্ষা করতে যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতি দরকার পুর ল্যাবরেটরিতে তার অধিকাংশই নেই। এমনকী 'কোল্ড ড্রিঙ্কস' কীটনাশক মেশানো হচ্ছে কি না, তাও জানার উপায় নেই। আর পরীক্ষকের তো অভাব 'লাইফ–টাইম'।২০১২ ও ২০১৩–তে মোট নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১০০টি।

পরীক্ষায় ভেজাল ধরা পড়েছে ১৮টিতে। অর্থাৎ ১৮ শতাংশ। ভেজাল ধরা পড়ল, ওই সব ব্যবসায়ীকে রিপোর্টটি জানানো হল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া তেমন এগোল না। কারণ, এখানেও লোকাভাব। পুর যুগ্ম মহাধ্যক্ষকে বিষয়টি তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়। অভিযোগে প্রকাশ, প্রশাসনিকতবিবিধ কাজের চাপে তিনি ভেজাল প্রতিরোধের বিষয়টিতে যথেষ্ট নজর দিতে পারেননি।

পুর আধিকারিকদের দাবি, এই লোকবল দিয়ে ভেজাল অভিযান যে মুখ থুবড়ে পড়বে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। পুরকর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এবার আইনি প্রক্রিয়াটি দেখভালের দায়িত্ব এক পদস্থ আধিকারিককে দেওয়া হয়েছে। এবার নাকি কাজে গতি আসবে। 'প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডালট্যারেশন' দফতরের মেয়র পারিষদ ডাঃ পার্থ প্রতীম হাজারি জানান, উক্ত দফতরের শূন্য আসন পূরণের একটা জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছি। বর্তমান পুর ল্যাবরেটরির মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে।

পুর সূত্রে খবর, পুরসভার বর্তমান ল্যাবরেটরির পরিসর ২০০০ বর্গ ফুট। অন্তত ৫০০০ বর্গ ফুটের জায়গার পরিকল্পনা চলছে। কেন্দ্রীয় পুরভবনের সম্মুখে সাবেক চ্যাপলিন হলের স্থলেই যে নয়া বহুতল ভবন তৈরি হওয়ার কথা, সেখানেই বড়োমাপের নয়া অত্যাধুনিক পুর–গবেষণাগার তৈরির কথা ভাবা রয়েছে। তবে কলকাতার মতো এত বড়ো শহরে ভেজাল ধরতে যে পরিকাঠামো দরকার, তার সংস্থান কেবল পুরসভার পক্ষে সম্ভব নয়।

ভেজাল সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা দরকার। অতএব কলকাতার মুষ সুসথ জীবন ধারণের জন্য অপেক্ষা করুণ যতক্ষণ কলকাতা পুরসভা এ বাপারে সাবালক হয়। এখন ক্যান্সার বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শ্মশান যাত্রা ছাড়া গতি নেই। এজন্যই হয়ত শ্মশান সাজানোয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে পুরসভা।

জলের হানায় গোটা সুন্দরবন বিপর্যস্ত

একের পাতার পর

আগামী দু'দিন কোটালের জোয়ারের তীব্রতা থাকবে বলে বাসিন্দাদের মত। শনিবার সকাল থেকে জোয়ারের তীব্রতা বাড়তে থাকে সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা, নামখানা সাগর ও কাকদ্বীপ ব্লকের নদী ও সমুদ্রে। সবচেয়ে বেহাল অবস্থা সাগরের বোটখালি, বেগুয়াখালি, ধবলাট, মুড়িগঙ্গা, হেন্দলকেটি, কচুবেড়িয়া, সুমতিনগর, কোম্পানিরছাড় এলাকায়। এখানে সাগরের জল ঢুকেছে প্রায় হাজার তিনেক বাড়িতে। ঘোড়ামারা দ্বীপের বাসিন্দাদের অনেকেই আতঙ্কে বাড়ি ছাড়ছে। বানভাসি পার্বতী পাল, নমিতা মণ্ডল, মলয় পালদের অভিযোগ দু'দিন ধরে জল ঢুকছে কিন্তু কোনও নেতা–মন্ত্রীকে দেখতে পেলাম না। বাড়িতে জল ঢোকায় কোনও খাবার পর্যন্ত নেই। বেহাল বাঁধ উপচে জল ঢুকে যায় পাথরপ্রতিমার বনশ্যামনগর, সীতারামপুর, কে–প্লট, গোবর্ধনপুর, লক্ষ্মীজনার্দনপুর রামগঙ্গা এলাকায়। বিঘের পর বিঘে জমিতে নোনা জল ঢুকে গিয়েছে। বেশিরভাগ এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ আয়লার পর বেহাল নদী ও সমুদ্র বাঁধ মেরামতি না হওয়ায় এই বিপত্তি। আগামী সাঁড়া–সাঁড়ির কোটালে এলাকা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। কয়েকটি জায়গায় জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেছে সেচ দফতর। অন্যদিকে মৌসুনি দ্বীপের অবস্থা শোচনীয়। বঙ্গোপসাগর দিয়ে ঘেরা এই দ্বীপের বালিয়াড়া, বাগাডাঙ্গা, কুসামতলা গ্রাম জলের তলায়। নোনা জল ঢুকছে বাঁধের পাশে বসবাসকারীদের বাড়িতে। বাড়ি ছেড়েছেন বাসিন্দারা। ঠাঁই নিয়েছেন এলাকার স্কুলবাড়িতে। অন্যদিকে নামখানার ঈশ্বরীপুর, দেবনগর, উত্তর ও দক্ষিণ হরিপুর সপ্তমুখী নদীর বাঁধ ভেঙে জল ঢুকছে হু হু করে। সাময়িকভাবে বাঁধ মেরামতি হয়নি। জোয়ারের জল প্রতিবার ঢোকে। এবার ভরা কোটালে বেড়ি ঢুকেছে। সামনে বড় কোটাল। এভাবে চললে সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। নতুন করে ভিটে হারানোর ভয় করছি। কাকদ্বীপ শহরের থানা ও বাজারের মধ্যে জল ঢুকেছে। কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক অমিত নাথ বলেন, প্লাবিত এলাকার বাসিন্দাদের আপাতত অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুকনো খাবার ও ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর প্রস্তুত আছে। জল না বেরলে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।

নামখানা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সহ–সভাপতি অমল মাইতি বলেন, ঈশ্বরীপুর, নারায়ণপুরে নদী বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হয়েছে। মৌসুনী দ্বীপেও বেশ কিছু বাড়ি ঘর ভেঙে পড়েছে। গোসাবা ব্লকের লাহিড়ীপুর গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, লাহিড়ীপুরের বাণীখালিতে নদী বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হয়েছে। কুমিরমারি, মন্মথ নগরেও একই চিত্র। সাগরের শীলপাড়া, সাপখালি, মন্দিরতলা এলাকায় জল ঢুকেছে। ডায়মন্ড হারবারের নুরপুরে প্রায় ২০০ মিটার নদী বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, এখন সর্বত্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিক। সেচ দফতর তৎপরতার সঙ্গে নদী বাঁধ মেরামত করছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক দেবর্ষি রায় বলেন, সেচ দফতর সমস্ত বিষয়টা দেখছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী অনেক আগে থেকে মহকুমা শাসকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এবছর বর্ষার অনেক আগে থেকেই জেলা প্রশাসন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। সিভিল ডিফেন্স দফতরও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রস্তুত রেখেছিল। বর্ষার মুখে জেলার ক্ষতিগ্রস্থ ব্লকগুলোকে চাঙ্গা করতে এবার দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে বলে আশা জেলা প্রশাসনের।

অপমানের শতবর্ষ

একের পাতার পর

তাঁর সেই রূপ, সেই স্নেহের স্পর্শ অন্তত এই প্রতিবেদকের জীবনে চিরকালীন সম্পদ। এ পর্যন্ত তো সব ঠিকই ছিল। বাবারই মতো কিছুটা নিভৃতে, কিছুটা অনন্যতা বজায় রেখে শাঁওলী তাঁর থিয়েটারে উপহার দিচ্ছিলেন একাধিক অনন্য প্রযোজনা। পাশাপাশি ক্রমশ নিকটে আসছিলেন মেধা পাটেকরের। পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে মেধার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে দেখেছি আমরা শাঁওলীকে। ২০০৬–২০০৭ সালে সিঙ্গুর–নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনে মেধা–সহ এ রাজ্যের একঝাঁক বিদ্বজ্জনকে আমরা দেখলাম সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামতে। দেখলাম অবাক বিস্ময়ে, সেই মুখের ভীড়ে শাঁওলীর মুখও। পরবর্তীকালে সেই ভীড়ের মুখরা অনেকেই ফিরে গেলেন পুরনো অবস্থানে। ফিরলেন না শাঁওলী।

ক্রমে রাজনীতি গ্রাস করতে লাগল তাঁকে। বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক কমিটি গড়ে তুলে তাতে অন্তর্ভূক্ত করতে লাগলেন বিদ্বজ্জনদের। থিয়েটারের মেয়ে শাঁওলী রেলের যাত্রীসুরক্ষা, নাকি যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য– এরকম কি একটা কমিটির শীর্ষে বসলেন। আমরা আবারও একবার চোখ কচলে ভাবলাম – যা দেখছি, সত্যি তো! রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বিশিষ্ট বা মনীষীদে নামে রেলওয়ে স্টেশন, মেট্রো স্টেশন, রেলের পার্ক, ইন্সটিটিউটগুলির নামকরণ করার একটা সস্তা গিমিকে মাতেন।

সেই মতো হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে ইন্সটিটিউটটির নাম আচার্য শম্ভু মিত্র'র নামে করার কথা ঘোষণা করেন। রেলের সঙ্গে আচার্যর কি সম্পর্ক আমরা বুঝতে না পারলেও বিষয়টি নিয়ে কোথাও শাঁওলী সামান্য প্রতিবাদও সেদিন করেননি। পরে সেই উদ্যোগ 'শম্ভু মিত্র কালচারাল কমপ্লেক্স' নামে রেলের প্রকল্প তালিকায় ঠাঁই পায়।

এবারের রেল বাজেটে রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া বাংলার আরও অনেকগুলি প্রকল্পের মতো এই প্রকল্পে একটি টাকাও বরাদ্দ করেননি। জন্ম শতবর্ষে এই অসম্মান আচার্যের প্রাপ্য ছিল কিনা, আশা করি শাঁওলী ভবিষ্যতে সে বিষয়ে কখনও মুখ খুলবেন। রাজনীতিকরা ঘোলা জলে মাছ ধরেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু আপন আত্মজা!

তিনি কি করে এত বড় ভুল করলেন? আর এ রাজ্য থেকে নির্বাচিত তৃণমূলের ৩৪ জন সাংসদ। তাঁদের তো বিষয়টি নিয়ে একবারও সরব হতে দেখা গেল না।

বাংলার সুধী নাট্য স্বজনেরাই বা মুখে কুলুপ এঁটেছেন কেন? পূর্বসুরীকে শ্রদ্ধা জানানোর দায়ও তাঁদের নেই? প্রশ্ন অনেক। কিন্তু উত্তরের দায় নেই কারও। আর সেই দায়দায়িত্বহীনতায় জন্ম শতবর্ষেও ব্রাত্য আচার্য শম্ভু মিত্র।

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যান,
নিউ ট্রেজারি বিল্ডিং, ষষ্ঠ তল, আলিপুর,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা,

পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর তফশিলী জাতি ও উপজাতির পড়ুয়াদের জন্য এই বছর (২০১৪–১৫) থেকে শিক্ষাশ্রী বৃত্তি প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তিকরণ/ সুবিধা পাওয়ার জন্য ঃ

১। যে কোন সরকারী বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত (CBSE, ICSE, MSK সহ) স্কুলের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর তফশিলী জাতি ও উপজাতি পড়ুয়া হতে হবে।
২। পরিবারেরর বাৎসরিক আয় ২.৫ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে।
৩। ক্লাসে উপস্থিতির হার সন্তোষজনক হতে হবে।
৪। বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা কেবলমাত্র বিবেচিত হবে।
৫। আবেদনকারী ঐ সময়ের জন্য অন্য কোন সরকারী বৃত্তি/ ভাতা নিতে পারবে না।
৬। পড়ুয়াকে অতি অবশ্যই একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। ঐ অ্যাকাউন্টে বৃত্তির টাকা পাঠানো হবে। কোন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের শাখায় অ্যাকাউন্ট খোলা বাঞ্ছনীয়।
৭। আবেদনপত্রের সঙ্গে ঐ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ যেমন IFSC Code, অ্যাকাউন্ট নং, ব্যাঙ্ক এবং ব্রাঞ্চের নাম ও ঠিকানা দিতে হবে।
৮। ছাত্রছাত্রীদের আবেদনপত্র তাদের বিদ্যালয়েই জমা দিতে হবে।
৯। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা আবেদনপত্র Verify করার পর নির্দিষ্ট বয়ানে Report (CD সহ Hard Copy) আবেদন পত্র সহ BDO Office এ জমা দেবেন। মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে Format Report (CD সহ Hard Copy) আবেদন পত্র সহ জমা দেবেন সংশ্লিষ্ট SDO অফিসে। BDO/SDO School wise compilation করে Soft Copy তে PO-cum-DWO কে Fund Demand করে report পাঠাবেন।
১০। ছাত্রাবাসে বসবাসকারী পড়ুয়ারা ছাত্রাবাস ভাতা পাবেন, কিন্তু এই বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবে না।

বাৎসরিক বৃত্তির পরিমাণ ঃ

তপশিলী জাতির ক্ষেত্রে	তপশিলী উপজাতির ক্ষেত্রে
পঞ্চম শ্রেণী – ৫০০ টাকা	পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত – ৮০০ টাকা
ষষ্ঠ শ্রেণী – ৬৫০ টাকা	
সপ্তম শ্রেণী – ৭০০ টাকা	
অষ্টম শ্রেণী – ৮০০ টাকা	

সত্বর আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪।
আবেদনপত্রের জন্য যোগাযোগ ঃ
নিজের বিদ্যালয়, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, ব্লক অফিস, SDO অফিস, এবং জেলা প্রকল্প আধিকারিকের করণ, আলিপুর, দক্ষিন ২৪ পরগনা।
বিশদ জানতে দেখুন ঃwww.anagrasarkalyan.gov.in এবং ফোন করুন জেলা কল্যান আধিকারিক, আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা – ০৩৩–২৪৭৯–১২০৫, ২৪৪৮–০১৬০,
দূরভাষ :– সুমিত ভড় – ৮৪২০৩৫২৭৫৪, শ্রীমতী লীলা সাহা – ৯৬৭৪৯১৪৯৫০
ঃ আবেদনপত্রের মূল বয়ানের যে কোন ধরনের প্রতিলিপি গ্রাহ্য হবে – এমনকি হাতে লেখা হলেও হবে। ঃ

স্বাক্ষর
প্রকল্প আধিকারিক–তথা–জেলা কল্যান আধিকারিক
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যান, দক্ষিন ২৪ পরগণা

স্মারক নং–৮৯৮/ জে.ত.স.দ. /২৪ পরঃ(দঃ)/ ১৬/৭/১৪

Alipur Barta : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.39, 19 July -25 July, 2014, Page-6

সীমানা ছাড়িয়ে

চাঁদিপুরের সি–বিচ আর পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের পাহাড় মন ভরিয়ে দেবে

এক যাত্রায় পাহাড় ও সাগর দর্শনের অপার্থিব অনুভূতির শরিক হতে যদি চান নিঃসন্দেহ আপনার সাধ পূরণ করবে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা চাঁদিপুর সি–বিচ। অনতি দূরে রয়েছে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর পাহাড়। ভারতবর্ষের আর পাঁচটা সি–বিচের থেকে চাঁদিপুর একটু স্বতন্ত্র। এর একটা নিজস্বতা আছে। যেটা অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমুদ্রতট থেকে ৫ কিমি ব্যাপ্ত ঝাউগাছে ছাওয়া, এই অগভীর বেলাভূমির বিশেষত্ব হল ভাটার সময় জল সরে যায় কয়েক মাইল দূরে। আবার জোয়ারের সময় গোটা বেলাভূমি জলে থইথই করে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য খুবই উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়। চাঁদিপুরে ট্রেকার ভাড়া করে বেড়িয়ে পড়া যায় লোকাল সাইট সিন দেখতে। প্রথমে বুড়িবালাম নদীর সঙ্গে সাগরের মিলনস্থলে প্রায় ৩ কিমি পথ। রয়েছে একটি বড় ফিশিং হার্বারও। এখান থেকেই একটু দূরে ক্যান্টনমেন্ট পৃথ্বী মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র যা গোটা বিশ্বে ভারতবর্ষকে বিশ্বের কাছে অত্যুচ্চ আসন এনে দিয়েছে। এরপর যান অগ্নিযুগের বিপ্লবী বাঘাযতীনের স্মৃতিধন্য চষাখণ্ডে। বুলিবালামের তীরে এই চষাখণ্ডে ইংরেজ পুলিশ অফিসার চালস টেগার্টের সঙ্গে অসম যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল বাঘাযতীন ও তার চার সঙ্গী। পরে শহীদ বাঘাযতীন বালাসোর হাসপাতালে প্রাণ দেন। দ্বিতীয় দিন চলুন সাগর থেকে পাহাড়ের উদ্দ্যেশে। ওড়িশার এক সুন্দরস্থান এই পঞ্চলিঙ্গেশ্বর পাহাড়। বালাসোর থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৩২ কিমি। প্রথম দর্শনেই ভাল লাগল নীল গিরি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের শান্ত, স্নিগ্ধ আর সবুজ, লাল, হলুদ, নানা রং–এর পাহাড়ের গাছপালার শোভা। রয়েছে ঝরনার তির তির করে বয়ে চলা শব্দের মাদকতা। পাহাড় থেকে উপরে সমতল গ্রাম। পথঘাট যেন সবটাই পটে আঁকা ছবির মতো। প্রায় দুশো সিড়ি ভেঙে উপরে উঠে আরও খানিকটা পাহাড়ে চড়ার পর একটু নিচে নেমে ছোট একটি সমতল স্থানে পৌঁছনো গেল। এখানেই পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি গর্তে পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের অধিস্থান। এরই উপর দিয়েই ঝরনার ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ঝরনার জলে আপাদমস্তক ভিজে গর্তের ভিতর হাত ঢোকালে তবেই পরশ মিলবে পাঁচ শিব লিঙ্গের। এ যেন এক অনন্য অভিজ্ঞতা। দর্শন সাঙ্গ করে আবার চলে আসুন চাঁদিপুর সি–বিচের কাছে কারণ, বিচ যেন আপনাকে ডাকছে। বিকেলে মাইলের পর মাইল পা ভেজা জলে কেবল পথ এর শেষ কোথায় খোঁজার পালা। দারুণ সুন্দরকোস্টাল ট্রেক হয় এই সমুদ্রের বিচ ধরে। সত্যি বলতে চাঁদিপুর সি–বিচ অন্যান্য ভারতবর্ষের সি–বিচগুলি থেকে একেবারেই আলাদা। জলের তলায় দেখা মেলে জ্যান্ত কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক, ছোট ছোট নানা সামুদ্রিক প্রাণী হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। তাই আর দেরি নয় দুচক্ষু কচলাবার। কলকাতার এত কাছে প্রাণ ভরে অক্সিজেন নেবার এতো সুন্দর জায়গা যে আছে এখানে না এলে সেটা জানা সম্ভব হত না।

সুজিত চক্রবর্তী

কীভাবে যাবেন

হাওড়া স্টেশন থেকে সকালের ধৌলি এক্সপ্রেস বা ফলকনামা এক্সপ্রেসে চার ঘণ্টার মধ্যেই বালাসোর স্টেশনে পৌঁছে যান। এছাড়াও আরও কয়েকটি দক্ষিণগামী ট্রেনও যায়। স্টেশন থেকে অটো বা ভাড়া গাড়ি করে চাঁদিপুর পৌঁছতে হবে। চাঁদিপুর থেকে অটো বা ট্রেকার কিংবা গাড়িতে ঘুটে আসুন পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের স্বর্গীয় সুখের অনুভবকে নিয়ে। চাঁদিপুর বালাসোর থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরত্ব।

কখন যাবেন: বছরের যে কোনও সময়ে চাঁদিপুরে যাওয়া যায়। তবে বিচ ফেস্টিভ্যালের সময় ডিসেম্বর মাস। পঞ্চলিঙ্গেশ্বর যাবার উপযুক্ত সময় হল অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত। **কোথায় থাকবেন:** চাঁদিপুর বা পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে রয়েছে ওটিভিসির পান্থশালা, যার বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন উৎকল ভবন, ৫৫ লেলিনসরণী, কলকাতা–১৩। ফোন ২২৪৪–৩৬৫৩, ২২১৬–৪৫৫৬। এছাড়া বেশ কয়েকটি হোটেল রয়েছে এই চাঁদিপুরে তার মধ্যে বিখ্যাত হল শান্তি নিবাস। যার ঘরগুলি একটি আলাদা সৌন্দর্যের মাত্রা এনে দেয়। রয়েছে চাঁদিপুর হোটেল, সানভিউ হোটেল ইত্যাদি বেশকয়েকটি ভাল ভাল হোটেল। থাকার অসুবিধা হবে না। দাম মোটামুটি সাধ্যের মধ্যে। এদের নিজস্ব রেস্টুরেন্ট আছে। তার খাবার সুস্বাদু ও দাম সাধ্যের মধ্যেই। তাই আর নয় কোনও বাধা, পথ হারা পথিক হয়ে যান।

পঞ্চলিঙ্গেশ্বর পাহাড়

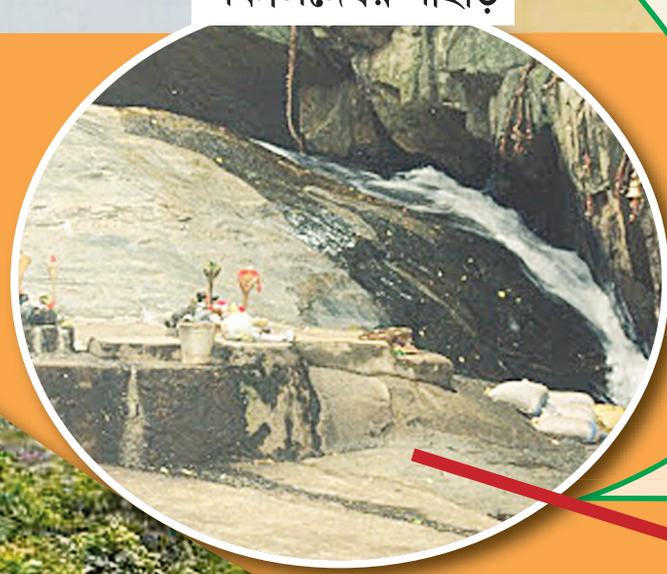

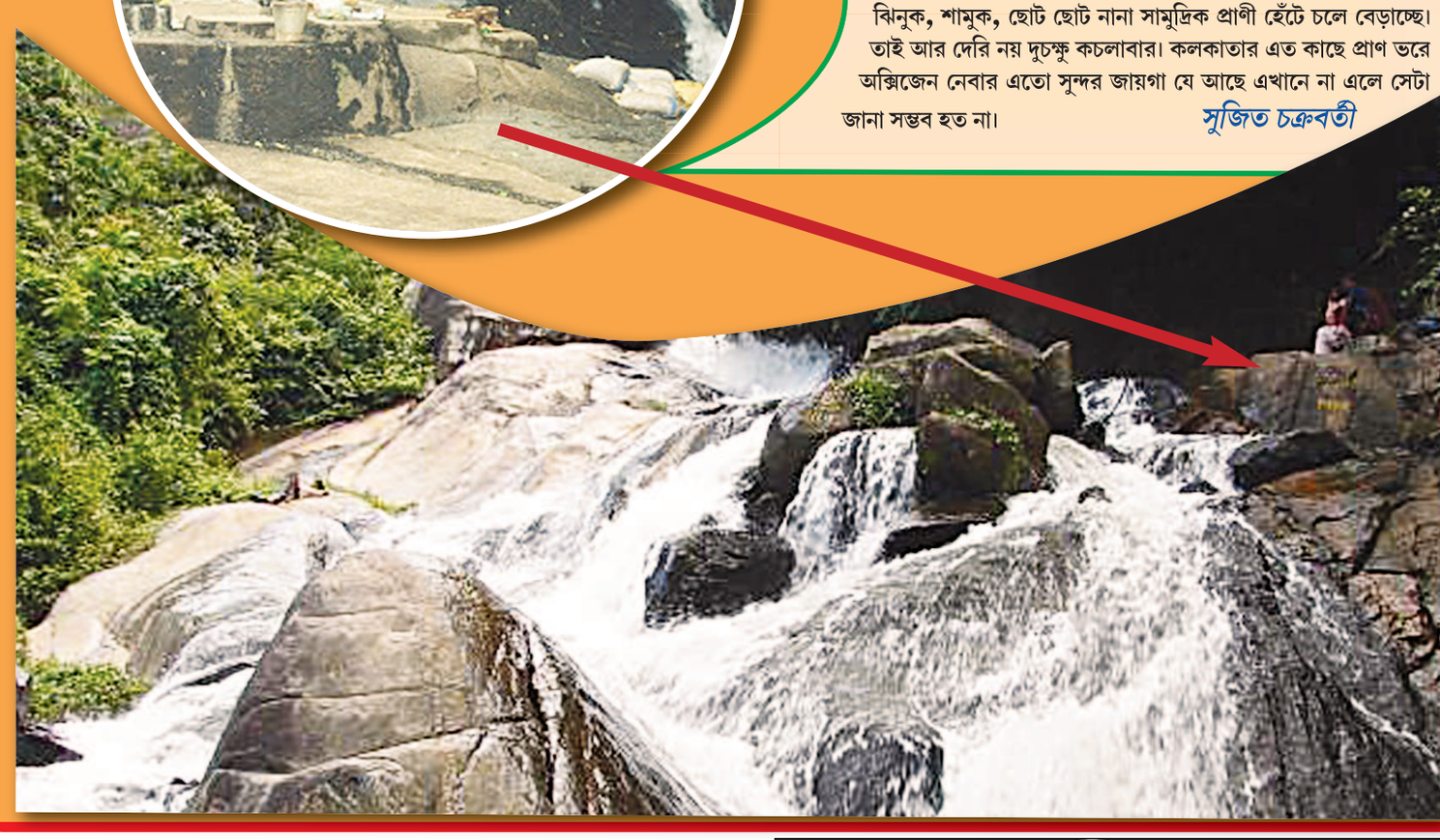

শরীর নিয়ে কথা

ডায়াবেটিসের প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্ভব

সৌজন্যে বৈদিক চেতনার পক্ষে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক

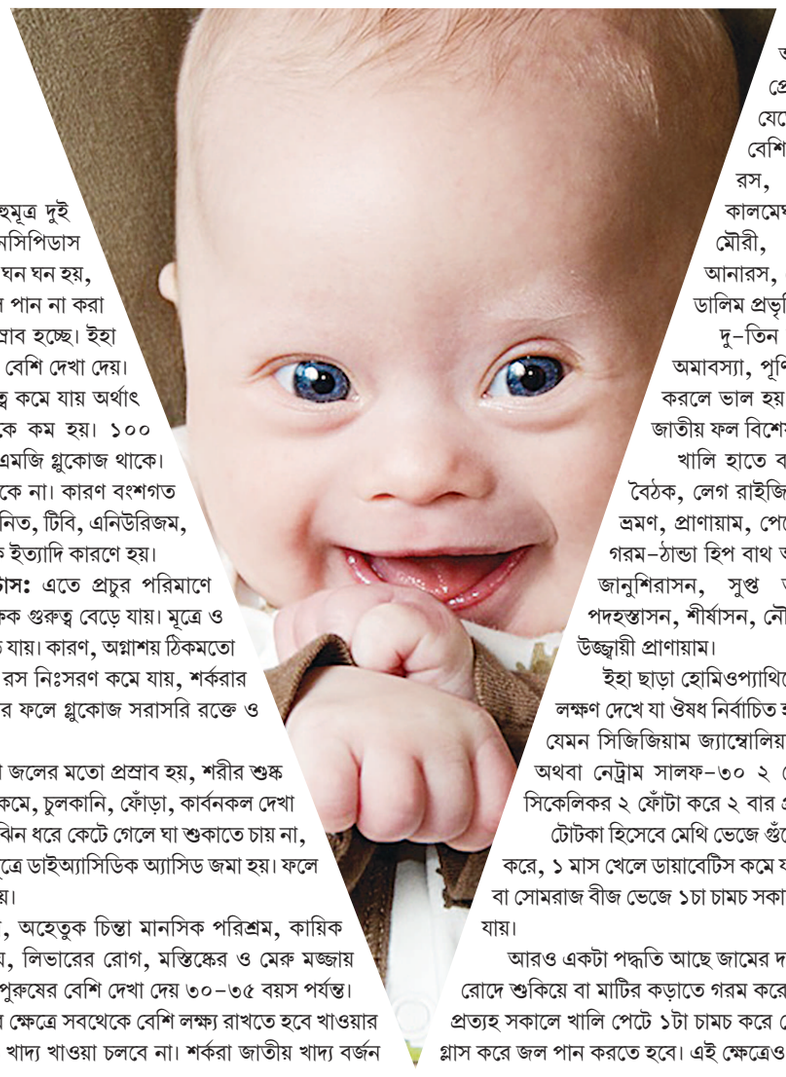

বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস: বহুমূত্র দুই প্রকারের। ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস রোগে প্রস্রাব প্রচুর প্রমাণে ঘন ঘন হয়, মনে হয় এত পরিমাণে জল পান না করা সত্ত্বেও বেশি পরিমাণে প্রস্রাব হচ্ছে। ইহা মহিলাদের থেকে পুরুষদের বেশি দেখা দেয়। প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যায় অর্থাৎ ১০৫০/১০২৫–এর থেকে কম হয়। ১০০ এমএল রক্তে ৮০–১০০ এমজি গ্লুকোজ থাকে। কিন্তু মূত্রে শর্করা বেশি থাকে না। কারণ বংশগত স্নায়ু দৌর্বল্য ও পক্ষাঘাত জনিত, টিবি, এনিউরিজম, পেরিটোনাইটিস, ভয় শোক ইত্যাদি কারণে হয়।

ডায়াবেটিস মেলিয়েটাস: এতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয়। মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। মূত্রে ও রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। কারণ, অগ্নাশয় ঠিকমতো কাজ না করলে, ইনসুলিন রস নিঃসরণ কমে যায়, শর্করার সঠিক রূপান্তর ঘটে না তার ফলে গ্লুকোজ সরাসরি রক্তে ও মূত্রে মিশে যায়।

লক্ষণ: প্রচুর পরিমাণে জলের মতো প্রস্রাব হয়, শরীর শুষ্ক ও দুর্বল হয়, দেহের ওজন কমে, চুলকানি, ফোঁড়া, কার্বনকল দেখা দেয়। পায়ের যন্ত্রণা ও ঝিন ঝিন ধরে কেটে গেলে ঘা শুকাতে চায় না, চোখে ছানি পড়ে, রক্ত ও মূত্রে ডাইঅ্যাসিডিক অ্যাসিড জমা হয়। ফলে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়।

কারণ: বংশগত দোষ, অহেতুক চিন্তা মানসিক পরিশ্রম, কায়িক পরিশ্রম না করা, অগ্ন্যাশয়, লিভারের রোগ, মস্তিষ্কের ও মেরু মজ্জায় আঘাত, মেদ বৃদ্ধি ইত্যাদি পুরুষের বেশি দেখা দেয় ৩০–৩৫ বয়স পর্যন্ত।

প্রতিকার: এই রোগের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে খাওয়ার উপর। মাটি সংলগ্ন কোনও খাদ্য খাওয়া চলবে না। শর্করা জাতীয় খাদ্য বর্জন করতে হবে। যেমন ভাত, আলু, চিনি, মিষ্টি ইত্যাদি প্রোটিনজাত খাদ্য খাওয়া যেতে পারে। তিক্তস্বাদযুক্ত খাদ্য বেশি খাওয়া দরকার। করলার রস, কুলেখাড়া পাতার রস, কালমেঘ পাতা বাটা বা সিদ্ধ জল, মৌরী, মেথী ভেজানো জল, আনারস, পেয়ারা, আমলকি, আঙুর, ডালিম প্রভৃতি খেতে হবে।

দু–তিন দিন উপবাস, বিশেষ করে অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও একাদশীতে উপবাস করলে ভাল হয়। থোর, মোচা, ডুমুর, টক জাতীয় ফল বিশেষ উপকারি।

খালি হাতে ব্যায়াম, ডিব–ব্রিদিং, ডন–বৈঠক, লেগ রাইজিং ইত্যাদি প্রাতঃভ্রমণ সঙ্গে ভ্রমণ, প্রাণায়াম, পেটের পটি, পেটের ম্যাসাজ, গরম–ঠান্ডা হিপ বাথ আসন–হলাসন, শশঙ্গাসন, জানুশিরাসন, সুপ্ত ভদ্রাসন, সুপ্ত বজ্রাসন, পদহস্তাসন, শীর্ষাসন, নৌলি, মহামুদ্রা, কপালভাতি, উজ্জ্বায়ী প্রাণায়াম।

ইহা ছাড়া হোমিওপ্যাথিতে শারীরবৃত্তীয় ও চারিত্রিক লক্ষণ দেখে যা ঔষধ নির্বাচিত হবে তা ব্যবহার করতে হবে। যেমন সিজিজিয়াম জ্যাম্বোলিয়াম ১০ ফোঁটা করে ৩ বার অথবা নেট্রাম সালফ–৩০ ২ ফোঁটা করে ২ বার অথবা সিকেলিকর ২ ফোঁটা করে ২ বার প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য।

টোটকা হিসেবে মেথি ভেজে গুঁড়ো করে, সকালে ১ চা চামচ করে, ১ মাস খেলে ডায়াবেটিস কমে যায়। অথবা তোকমারির বীজ বা সোমরাজ বীজ ভেজে ১চা চামচ সকালে খেলেও ডায়াবেটিস কমে যায়।

আরও একটা পদ্ধতি আছে জামের দানা ভালভাবে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে বা মাটির কড়াতে গরম করে গুঁড়িয়ে একটি পাত্রে রেখে প্রত্যহ সকালে খালি পেটে ১টা চামচ করে খেতে হবে এবং এর সঙ্গে ১ গ্লাস করে জল পান করতে হবে। এই ক্ষেত্রেও দ্রুত ডায়াবেটিস কমে যায়।

সাংঘাতিক রোগ ডাউন সিনড্রোম

সুজিত চক্রবর্তী

ক্রোমোজোম জনিত সমস্যার সাংঘাতিক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধকতা যা এক ধরনের অপরিণত মস্তিষ্ক সম্পন্ন বংশগত রোগ হল ডাউন সিনড্রোম বা মঙ্গলিজম। এতে আক্রান্ত মানুষরা দেখতে সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত ছোট গোলাকার, ছোটখাটো চেহারা, প্রশস্ত কপাল, মাথা গোল বা চ্যাপ্টা, কপাল ফাটা ফাটা চামড়া, জিপ চ্যাপ্টা, শুষ্ক ঠোঁট ইত্যাদি। এদের বুদ্ধি সাধারণত ২০ থেকে ৫৫–এর মধ্যে থাকে অর্থাৎ ভীষণ ধরনের মানসিক বিকাশে অপরিণত একদম মাঝারি মানের হন। এই রোগের আরও কিছু সিনড্রম আছে যেমন এদের পায়ের তলায় গোড়ালি থেকে প্রথম দুটো আঙুলের মাঝামাঝি অবধি একটা সোজা ভাঁজ দেখা যায়। আর হাতের চেটোয় একটামাত্র আড়াআড়ি ভাঁজ। সাধারণত ৭০০ জন শিশুর মধ্যে ১ জন এই রোগের শিকার হন। যদিও বেশি বয়সে সন্তানের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এরজন্য অনেকে গর্ভকালীন অবস্থায় 'Amniocentesis' আর 'Chorionic villus Sampling' করে দেখেন যে সন্তান ডাউন সিনড্রোমের শিকার হয়েছে কিনা।

এই রোগে আক্রান্ত মানুষর শরীরে বা দেহে ৪৬টি ক্রোমজোম বদলে ৪৭টি থাকে। অর্থাৎ ১টি বেশি ক্রোমজোম থাকে। মা বা বাবার উভয়ের শুক্রাণু কিংবা ডিম্বানুতে যদি কারোর একটি ক্রোমজোম বেশি থাকে তবে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটা কেন হয় তা এখনও পর্যন্ত অজানা। তবে বর্তমানে উন্নত চিকিৎসার গুণে এদের গড় আয়ু এখন সাধারণ লোকেদের মতোই। আগে ছিল ১৪ থেকে ১৬ বছর। কিন্তু এদের মানসিক বয়স হয় আটের বেশি নয়। বাড়িতে ভালবাসা, স্নেহ, ঔষধ, শারীরিক যত্ন, খেয়াল রেখে মানসিক অবস্থাকে লক্ষ করে সেই অনুসারে এদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ভাল রাখা যায় এবং কাজেও নিযুক্ত করা যায়। বর্তমানে চিকিৎসার উন্নতির সঙ্গে আর একটি এই রোগের সিনড্রম ধরা পড়েছে তা হল যেমন আজকাল আলট্রা সাইন্ড পরীক্ষার দ্বারা নাকের মাপ নিয়েও অনেক ক্ষেত্রে এই অবস্থার কথা বলছেন ডাক্তাররা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে মায়ের রক্তে'Alphafetoprotein'–এর মাত্রা কম থাকলে অথবা' Unconjugatedestriol' এবং 'humachorionic gonadotrophin' এর মাত্রা অস্বাভাবিক থাকলে গর্ভস্থ সন্তানের ডাউন সিনড্রোম রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অবশ্যই।

কু–সংস্কার ছড়াচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত সংখ্যায় আমরা আপনাদের বৃষ্টিপাত কমার কারণ ও আবহাওয়াবিদদের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যের কথা জানিয়েছিলাম। এবার বলব বিভ্রান্তি ? ছড়ানো হচ্ছে। মৌসুমীর অপমৃত্যু ও বৃষ্টির খরা ঢাকতে প্রতিদিন প্রাণপণ চেষ্টা করেন সরকারি আবহাওয়াবিদরা। আর এই চেষ্টার ফলে বেরিয়ে আসে বিজ্ঞানের মোড়কে বিভ্রান্তিকর অবৈজ্ঞানিক কু–সংস্কারের তত্ত্ব। এইসব সরকারি তত্ত্বকে প্রচারে নিয়ে আসে বাজারি সংবাদপত্রগুলি। ফলে মানুষের মনে বাড়তে থাকে ভুল ধারণার পাহাড়।

কয়েকবছর আগে অবহাওয়াবিদরা গাছ কাটার ফলে বৃষ্টি কমার তত্ত্ব চালু করেছিলেন। ঢাক–ঢোলে পিটিয়ে এ তত্ত্বের প্রচারে নেমে পড়েছিল সংবাদমাধ্যমগুলিও। দেখেশুনে বিশেষজ্ঞরা হতভম্ব। বায়ু দূষণ কমিয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াতে গাছ লাগানোর যুক্তি তবু মানা যায় কিন্তু গাছের ফলে বৃষ্টি! সত্যিই হাস্যকর। গাছের কি কোনও চৌম্বক ক্ষমতা আছে নাকি যে সে মৌসুমীকে টেনে আনবে? গাছ কি কোথাও নিম্নচাপের সৃষ্টি করতে পারে নাকি যার টানে মৌসুমী বায়ু ছুটে আসবে? সরকারের বনসৃজন প্রকল্পের নামে সারা দেশে গাছ লাগানোর হিড়িক পড়ে গিয়েছিল একসময়। মৌসুমী কি তাতে সক্রিয় হয়েছে? আলিপুর বার্তায় লেখা হল 'গাছে জল না জলে গাছ'। ফানুস ফেটে গেল আবহাওয়াবিদদের। নিট ফল যেটা হল কিছু মানুষ আজও সেই ভুল ধারণা বয়ে নিয়ে কু–সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে গেলেন।

গাছ লাগিয়ে বৃষ্টি টানার তত্ত্ব ফিকে হয়ে যেতেই এল বিশ্ব উষ্ণায়নের তত্ত্ব। সারা পৃথিবীর তাপমাত্রার বেড়ে যাওয়ার ফলে মৌসুমী এলোমেলো হয়ে গতিপথ হারিয়েছে। এবার নাকি এই উষ্ণায়নের ফলে সমস্ত হিমবাহ (গ্লেসিয়ার) গলে গিয়ে সমুদ্রে–নদীতে এমন জল বেড়ে যাবে যে জলোচ্ছাসে আক্রান্ত হবে স্থলভাগ। এও এক নতুন তত্ত্ব যা বাজারে ছাড়া হল বিজ্ঞানের মোড়কে। সংবাদপত্রগুলি এসব নয়া চমক মানুষকে খাওয়ানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলা হল বিশ্ব উষ্ণায়ন না কমালে রক্ষা নেই। বায়ু দূষণের ফলে তাপমাত্রা হুহু করে বাড়ছে। উষ্ণতা কমাও, গাড়ি কমাও, এসি কমাও, বিদ্যুৎ উৎপাদন কমাও, আগুন জ্বালানো কমাও। প্রমাদ গুণলেন বিশেষজ্ঞরা। তারা প্রশ্ন করলেন আচ্ছা এত যদি উষ্ণতা তাহলে চরম শীত পড়ছে কি করে? উষ্ণতা বাড়লে বাষ্প বেশি হবে, মেঘ সঞ্চার হবে, বৃষ্টি হবে – সেসব কোথায়? বিজ্ঞান বলে একগ্লাস ভরা জলে বরফ ডোবালে প্রথমে বরফকে জায়গা করে দিয়ে প্রথমে কিছুটা জল পড়তে পারে কিন্তু বরফ গলার পর জল বেড়ে গিয়ে উপচে পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। স্বাভাবিকভাবেই কোনও প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারেননি সরকারি মাহিনা পাওয়া আবহাওয়াবিদরা। যথারীতি কিছু কু–সংস্কার ছড়িয়ে, মানুষকে বিভ্রান্তি করে বাজার থেকে বিদায় নিল।

এবার এল 'এল নিনো' তত্ত্ব এলনিনো'র জন্য নাকি আমাদের এই দুর্গতি। এর জন্যই নাকি মৌসুমীর মৃত্যু ঘটছে। ঝড়–ঝঞ্ঝা–সাইক্লোন নাকি এই 'এলনিনো'রই দান। এলনিনো কি? এর জন্য মৌসুমী কীভাবে প্রভাবিত? বিশেষজ্ঞদের প্রশ্নে নিশ্চুপ আবহাওয়াবিদরা।

জুন–জুলাই মাসে দক্ষিণ গোলার্ধে শীতের প্রাচুর্য। এই শীত প্রচণ্ড হয়ে উঠলে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে পেরু–চিলির পাশে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ–পূর্বাংশের কয়েকটা ছোট দ্বীপে খুব জোরালো উচ্চচাপ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। পৃথিবীর আবর্তনের জন্য দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে উত্তর পশ্চিম বিষুবরেখার দিকে যায়। মেশে দক্ষিণ গোলার্ধের বহির্মুখী বাণিজ্য বায়ু যাকে ইংরেজিতে বলে ট্রেড উইন্ড। এটি সবেগে উত্তর পশ্চিম বিষুবরেখার দিকে ধেয়ে যায়। ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে অনেক সময় ঢুকে পড়ে। এর চাপ অত্যাধিক হলে সেটাই অবার ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখী স্রোতে উত্তর গোলার্ধে ঢুকে পড়ে, থর মরুভূমির টানে এই টান জোরাল হওয়ায় তারা অধিক বেগে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হিসেবে আছড়ে পড়ে ভারত ভূখণ্ডে, তার ফলে ওই সময় ভারী বৃষ্টিপাত হয়. কাজেই এলনিনো সক্রিয় হয়ে উঠলে বৃষ্টি তো আরও জোরদার হবে। কমবে কেন? তবে থর মরুর টান না থাকলে সে আসবে না।

অতএব বেশ বোঝা যাচ্ছে আবহাওয়াবিদদের মুখের দিকে চেয়ে থাকলে বৃষ্টি আসবে না বরং বিভ্রান্ত হতে হবে। মৌসুমীকে আর মেঘদূতের ভূমিকায় দেখতে গেলে থর মরুভূমিকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার পূর্বস্থানে। না হলে দিনের পর দিন বৃষ্টিজট কমবে, চাষ কমবে, ফসল কমবে, দাম বাড়বে। এজন্য মিটিং, মিছিল করে লাভ নেই। আন্দোলন করতে হবে মরু চাষ বন্ধ করতে। এজন্য একজোট হতে হবে। তবেই সবুজ ভারত বাঁচবে, নইলে নয়।

বিচ জাম্বানা

(আটের পাতার পর)

সেনসি অভিজিৎ ও টাইগার ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী ভারতীয় চিফ শ্রী চন্দ্রকান্তি অধিকারী এবং তপতী দাস (সারা ভারতীয় পরীক্ষকদের অন্যতম) অনুষ্ঠান শেষে ৫ জন মহিলা সমেত ৩ জন ছাত্রকে ব্ল্যাকবেল্ট হাতে তুলে দেন সীহান রাজকুমার দাস। এই শিবিরে যোগদান করেন বিশেষ অতিথি শ্রী গণেশ ঘোষ, জাতীয় ক্রীড়া শক্তি সংঘের রাজ্য সভাপতি শ্রী মদন মোহন লাহা, শিবির পরিচালক ও শ্রী সমর মণ্ডল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জাতীয় ক্রীড়া সম্পাদক। বালিতে বসে প্রভাত সূর্যের মায়া আলো চোখ দিয়ে রিলাকসিং সন্ধ্যা বেলার বিচে হাঁঠার সঙ্গে সানসেট, যোগাসন। সূর্য ডোবার পর শুধু রঙের খেলা শেষে 'ধূলিফায়ার' রিচুয়াল। এই অনুষ্ঠান দেখতে বহু মানুষ জমায়েত হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দীঘা ডেভলপমেন্ট অথরিটি, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বিশেষভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

হ্যাং ওভার কাটেনি

(আটের পাতার পর)

এবার মাঠেই বোঝা যাবে তারা এর থেকে কতটা কি শিখতে পারলেন। নচেৎ মিথ্যা স্বপ্নের ফুলঝুড়িতেই আবদ্ধ থাকবে বাংলার ফুটবল। এমনিতেই এখন দেশের মধ্যে গোয়ার কাছে অনেকটাই পিছিয়ে বাংলার দলগুলি। তাই নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ বিশ্বকাপ থেকে আরোহণ করা শিক্ষা যদি হয় তবে নিঃসন্দেহে তা এগিয়ে দেবে বঙ্গভূমিকে। ফাইনালে আর্জেন্টিনা জিততে না পারায় এবার অনেকেরই ভাগ্যে ভাল করে বাজিতে জেতা মাংস–ভাত বা ডিম–পাউরুটি জোটেনি। কিন্তু জার্মানির জয়কে পাথেয় করে অনেকেই কিন্তু অগ্রসর হবেন তা বলাই বাহুল্য।

পশ্চিম পুটিয়ারি সাহিত্য সংগঠনের আসরে রণ চ্যাটবার্ণ

লিটল ম্যাগাজিন মেলায় রণ চ্যাটবার্ণ, এবং অন্যান্যরা।

বারবার মানুষটি কলকাতায় আসেন আর প্রতিবার পশ্চিম পুটিয়ারি সাহিত্য সংগঠনের আসরে যোগদান করেন। তিনি হলেন বহুসংস্কৃতি সমৃদ্ধ বরিষ্ঠ ইংরেজ রণ চ্যাটবার্ণ। আসলে তিনি কলকাতার বহমান সংস্কৃতিকে, কলকাতার মানুষের সকলকে আপন করে নেবার ক্ষমতায় মুগ্ধ। তাই বারবার ফিরে আসেন এই মহানগরীতে। তাঁর পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে মেলবার জন্যে। নতুন বন্ধুত্ব গড়ে তোলবার জন্য। এ বছরের গোড়ায় এই সাহিত্য সংগঠনের মাসিক সভায় রণ যোগদান করলেন, পুরনো বন্ধুদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, সুকুমার মণ্ডলের উষ্ণ অভ্যর্থনায় উজ্জ্বল হলেন।

রণ চ্যাটবার্ণ এদিন শোনালেন রবার্ট ব্রাউনিং–এর একটি বিখ্যাত কবিতা, যাতে বর্ণিত হয়েছে ইংল্যান্ডে শীতের বিদায় কালে বসন্তের প্রথম আগমনে প্রকৃতির হঠাৎ রূপ পরিবর্তনের কথা। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সাধারণ মানুষের মনে যে আনন্দ উঁকি দেয় তার অনবদ্য বর্ণনা। আবার রণ মন দিয়ে শুনলেন ইংরেজি সাহিত্যে ডক্টরেট, ময়না কলেজের অধ্যক্ষ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের ইংরেজ কবিদ্বয় রবার্ট ব্রাউনিং ও প্রকৃতি প্রেমী ওয়ার্ডস ওয়ার্থের কবিতার তুলনামূলক সাহিত্য সমৃদ্ধ আলোচনা (অবশ্যই ইংরাজিতে), মুগ্ধ হলেন রণ। এদিন রম্যরচনা থেকে সরে এস রণের সম্মানেই সুকুমার মণ্ডল শোনালেন এক অসাধারণ সত্যকাহিনী 'এক আশ্চর্য বড়দিন'। ঘটনা পরিপ্রেক্ষিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এক বড়দিন পালনের কথা। রণাঙ্গনে জার্মান ও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি। পরের দিনই হল বড়দিন। তাই দু'পক্ষের সৈনিকেরা ঠিক করলেন, আগামীকাল মেশিনগান সরিয়ে রেখে দু'দল এক সঙ্গে মাতবেন বড়দিন পালনে। এইভাবেই দুই শত্রু পক্ষ ২৪ ঘণ্টার জন্য একসঙ্গে মাতলেন বড়দিনের আনন্দে। আবার ২৬ ডিসেম্বর সকালেই শুরু হয়ে গেল দু'পক্ষের মধ্যে মরণপন লড়াই। সুকুমার মণ্ডল আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন মহাভারতের পাতায়, যেখানে আমরা পড়ি দিনাবসানে কুরু–পাণ্ডব শিবিরে বসে পাশা খেলায় মাততেন, আবার প্রভাতে মিলিত হতেন রণক্ষেত্রে।

শিক্ষাবিদ দুলাল ব্যানার্জির স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে লেখা একটি ইংরাজি কবিতা সম্প্রতি শিক্ষিত মহলে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে। পুরস্কার অর্জনও করেছে। দুলালবাবু সেটাই পড়লেন। ল্যামিনিটেড কপি রণ চ্যাটবার্ণকে উপহার দিলেন। সেটি রণ সম্মানে গ্রহণ করলেন। দেশে ফিরে গিয়ে দুলালবাবুকে চিঠিতে কবিতাটির উচ্চ প্রশংসা করেন, তাঁকে ডোভারের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কিছু কার্ডও পাঠান। সদা কৌতুকময় সুখময় দাস এদিন রণের সম্মানেই একটি স্বরচিত, ঋদ্ধ ইংরাজি কবিতা শোনান। অন্যদিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে নিজেকে অন্য রূপে এদিন মেলে ধরলেন কবি প্রদীপ গুপ্ত। এদিন দারুণ ছড়া শুনিয়েছেন প্রবীর নন্দী। দেবপ্রিয়দের রম্যরচনা 'চুল রহস্য' ভেঙে বলতে গেলে বলতে হয় দু–র্দা–ন্ত! 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে' সুতরাং অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক ফাঁকে শুনিয়েছেন এক জাদু কাহিনী। বর্তমানে রাজনীতিতে যুব সমাজ গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলে যুবশক্তির আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে না। একথাই সুন্দরভাবে বললেন ত্রিকাল পত্রিকার সম্পাদক মধুসূদন কর। এদিন ডঃ বর্ধন তাঁর বিশেষ ভাষণে বর্তমানে নারীর উপর অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন স্বামিজীরই কথা। তবে এই প্রসঙ্গে সঞ্চালক সুকুমার মণ্ডলের আহ্বানে তারাশঙ্কর দত্ত তাঁর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এমন কিছু মন্তব্য করলেন যা সঙ্গে সঙ্গেই আসরে উপস্থিত মহিলা কবি, লেখিকা, সঙ্গীত শিল্পীদের তীব্র প্রতিবাদের মুখোমুখি হয়। ফলে মাঝপথেই শ্রী দত্তকে থামতে হয়। ('যে নদী মরুপথে হল গো হারা')।

তবে এই অনুজ্জ্বল সময়টিকে আবার আলোকিত করলেন বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'প্রার্থী' কবিতাটির অনবদ্য আবৃত্তির মাধ্যমে। আসরে 'তারুণ্য' পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল রণ চ্যাটবার্ণের হাত দিয়েই। স্বরচিত কবিতা পাঠে আসরকে যাঁরা সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন বিধান সাহা (অনবদ্য রচনা), অদৃশ্যনাথ, অনিমা বিশ্বাস (বুকে মোচড় দেওয়া নষ্টালজিক রচনা), শেফালি সরকার, সুনীল গুহ, সীমা গুপ্ত, শর্মিষ্ঠা মাজি (বাস্তবকে কবিতায় তুলে ধরেছেন), গৌরদাস, সন্তোষ সরকার (দারুণ ধাঁধাঁময় কবিতা), তারাশঙ্কর দত্ত (অনবদ্য রচনা) সুবীর সরকার (কবি, আপনার কবিতায় অবগাহন করতে পারলাম না ক্ষমা করবেন এই অজ্ঞকে), জয় ভট্টাচার্য, শান্তনু মিত্র (অনবদ্য রচনা)।

রণ চ্যাটবার্ণ আসরে প্রথমে চেয়ারে বসেছিলেন। সবাই অবশ্যই মাতৃভাষা বাংলাতেই আলোচনা করছিলেন। রণের দিকে তাকিয়ে এই প্রতিবেদককে জনৈক কবি প্রশ্ন করলেন, 'রণ কি এই আসর এনজয় করছেন?' এই প্রতিবেদক রিপোর্টার সুলভ মুচকি হাসলেন। এর খানিক্ষণ পরেই রণ আসর আরও উপভোগ করার জন্য সবার মাঝে কার্পেট–এর মাথায় হাত রেখে আধশোয়ার অবস্থান নিলেন। তখন এই প্রতিবেদক উষ্ণ কবিকে মুচকি হেসে বললেন, 'এবার নিশ্চয়ই বুঝছেন রণ আসর উপভোগ করছেন কি না!' এদিন সভায় উপস্থিত কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর সংখ্যা ছিল ২৫ জন।

মাঙ্গলিকী

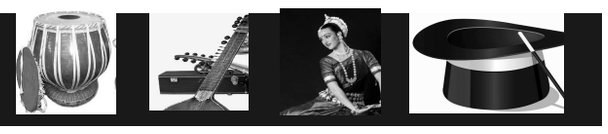

আসানসোল চর্যাপদ–এর প্রযোজিত 'বিষছায়া'

সুমন্ত ভৌমিক

সম্প্রতি দু'দিন ব্যাপী শিশির মঞ্চে ডানলপ চোখ আয়োজন করেছিল তৃতীয় সারা বাংলা স্বরচিত নাট্য উৎসব। আর তার শেষ দিনে আমন্ত্রিত ছিল আসানসোল চর্যাপদ–এর প্রযোজিত অভি চক্রবর্তীর লেখা নাটক 'বিষছায়া'। কাহিনীর বিষয় লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন বলে একটি টিভি অনুষ্ঠানের শুরু যার নাম 'স্বজন বান্ধব'।

আর সেই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকরা উপস্থিত কবি সাহিত্যিক দীপ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি। কারণ, আজ বিকেলে তিনি পেতে চলেছেন বাংলা সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তাঁর ফোন বেজে ওঠে আর সে পাগলের মতো করতে থাকে। এই ফাকে সংবাদিকা নাটকের সকলের পরিচয় দিয়ে ফেলেন। আমরা যারা কবিতা লিখি তারা সবাই জানি আমরা কারও না কারও প্রেমের কথা ভেবে বা প্রেমে পরেই লিখি।

আর এখানে তাঁর ব্যতিক্রম নয় দীপ চট্টোপাধ্যায়। সে তাঁর প্রেমিকা অনন্যাকে ভালবেসে কবিতা লিখতে থাকে। এটা তাই এক সফল কবির লড়াই এর গল্প। কারণ, কবি তাঁর দুনিয়া ছেড়ে বাইরের দুনিয়ায় গিয়ে অর্থ লাভের আসা করেনি।

শুধুই অনন্যাকে ভালবেসে কবিতা লিখে গিয়েছে। কিন্তু অনন্যা কবিতা ভালবাসলেও তাঁর কবিতার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি। তাই সে বিয়ে করে নেয় বড় এক সরকারি অফিসারকে। কিন্তু অভি কবিতাকে ছাড়তে পারেনি, এখনও অনন্যাকে ভালবেসে কবিতা লিখে যায়। সে তাঁর দুঃখ বেদনার কথা বার বার বলতে থাকে অনন্যাকে ফোনে।

পাগলের মতো করতে থাকে, আর ফোন রাখতে বারণ করে বার বার।

আর সে একসময় পেয়ে যায় বাংলা সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। আর তখন কাউকে আর সরকারি চাকরির কথা বলে না সে, কারণ আজ সফল তাঁর নিজের জগতে। এই নাটক তাই দেখায়। আর কিছু গান এই নাটক পরিস্থিতিকে আরও শক্ত করে তোলে। যেমন 'আমি কাঁটা তারে সুখি', 'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব'। কিন্তু একা থাকার একাকীত্ব বড়ই কঠিন। যার জন্য লেখা সে আজ তার কাছে নেই, সে আজ আর কার জন্য লিখবে। দিনের পর দিন সে অবহেলিত হতে থাকে তাঁর নিজের কাছে। সেই মুহূর্তে 'ও জীবন রে' গানটা নাটকে আর একটু মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সে আর সেই জ্বালা সামলাতে না পেরে হাতে তুলে নেয় ব্লেড, আর তা দিয়েই সে তাঁর হাতের শিরা কেটে মৃত্যু বরণ করে। এই নাটকে দীপ চট্টোপাধ্যায়–এর ভূমিকায় দুর্দান্ত অভিনয় করেন রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী যা ঠিক মানুষের বুকে গিয়ে লাগবে।

আর সাংবাদিকের ভূমিকায় অভিনয় করেন দেবপমা মুখার্জি। এছাড়া গানগুলির সঙ্গে সায়ন্তী চ্যাটার্জির নৃত্য নাটকে অন্যমাত্রা এনে দেয়। সমগ্র নাটক পরিচালনা ও নির্দেশনা করেন অভি চক্রবর্তী পোশাক, রূপসজ্জা, মঞ্চ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই তা যথেষ্ট ভাল। নাটক শেষে আসানসোল চর্যাপদ–এর পরিচালক রুদ্র প্রসাদ চক্রবর্তী একান্ত আলোচনায় এই নাটক সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন, আমরা যারা নাটক–নৃত্য নিয়ে থাকি 'এমএ', 'পিএইচডি' করছি, পড়াশোনা করছি তারা আজকের এই দুনিয়ায় যখন সবাই নিশ্চিত চাকরির দিকে ছুটতে থাকেন, তখন তথাকথিত অনিশ্চিত পেশাকে বেছে নিয়েছি। শিল্প আমাদের টানে এবং নেশা ও পেশাকে এক করা আমাদের উদ্দেশ্য। শিক্ষাকে নিয়ে কাজে নেমেছি তাই শিক্ষার সঙ্গে বেইমানি করতে পারব না। আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে আমাদের বাড়ি থেকেও বড় শিল্পী হতে পারে। হয়ত দীপের লেখা এটাই ছিল যে শিল্পীরা যে অবহেলিত হয় তাদের পাশে না আসতে দিতে চায় সমাজ পরিবার, তা যে ভুল তা সে প্রমাণ করে।

বিনিময়ে একটা যা হোক চাকরি করা মানে হল টাকার জন্য, পেটের জন্য কাজ করা। সেখানে মনের খিদে কি মেটে? আমরা চাই মন আর পেট দুই ভরাতে। তাই শিল্প, তাই নাটক। আর এই নাটক সেই কথাই বলে। আর আজকের এই নাটকের প্রস্তুতি ও পরিবেশন সম্পর্কে জানতে চাইলে আমাকে সায়ন্তী চ্যাটার্জি জানান, তবে বলব এই নাটক আমাদের প্রথম দিকের নাটক।

মঞ্চ সজ্জা এবার নতুনভাবে করা হয়েছে, আগের মঞ্চটা আলাদা ছিল। তবে এবারের নাটকে আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় আলোর একটু অসুবিধা হয়েছে যা হয়ত সমগ্র নাটকে একটু হলেও ক্ষতি করেছে। কলকাতা থেকে দূরে থেকে যে শিক্ষিত পদ্ধতিতে নাটক করা সম্ভব তা আমরা করছি। করে যাব। কলকাতায় আর বেশি কাজ করতে চাই।

পাশে থাকার সংকল্প

সোম তাপস: বিভিন্ন জনসেবামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজক শহিদ সুধা সিন্ধু মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি সমগ্র বেহালাবাসীর কাছে অবস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। একথা বারবার প্রমাণ করতে সংগঠনের সকলের নিরলস প্রয়াস উল্লেখযোগ্য।

গত ১৩ জুলাই রবিবার নিজস্ব সংগঠনের ভবনে সাউথ সুবার্বন ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং লায়েন্স ক্লাব অফ বেহালা গ্রেটার–এর যৌথ উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরিষেবার আয়োজন করা হয়। কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক সুব্রত মৈত্রসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্চালক জয়ন্ত ভদ্রসহ সংগঠনের পক্ষ থেকে অরুণ ঘোষ সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

চতুর্থ বঙ্গ শিরোমনি সম্মান প্রদান উৎসব ২০১৪, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ভারত সভা হল–এ। মহান ব্যক্তিদের বলিষ্ঠ ভূমিকা সারা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে রিপোর্টার্স অ্যান্ড ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশন। সহায়তায় ছিল ইন্ডিয়ান ফটো লাভারস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনশ্রী সেনগুপ্ত, হৈমন্তী শুক্লা, ডঃ নিরঞ্জন অধিকারী, হরিপ্রসাদ হালদার, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রসেনজিৎ সামন্ত ও প্রমুখ গুণীজনেরা।

দমদমে সঙ্গীতানুষ্ঠান

হীরালাল চন্দ্র: গত ৬ জুলাই, ২০১৪ সন্ধ্যায় নাগের বাজার সাতগাছিয়া যোগিপাড়া রোডে 'সঙ্গীতপ্রিয় সংসদের' উদ্যোগে, সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরের পরিচালনায় ও অশোক কর্মকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে এক মনোরম সঙ্গীত সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল।

সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন দুর্গাপদ ঘোষ, শুক্লা সেনগুপ্ত, স্মৃতি পাল, সমর্পিতা গুহচৌধুরী ও শ্রাবণী ভট্টাচার্য। সঙ্গে পার্কাসন এবং তবলা বাজিয়ে আনন্দ দান করেন অরিজিৎ ব্যানার্জি ও তড়িৎ আচার্য। সঞ্চালক ছিলেন সুজন সেনরায়।

বাহাদুরের বাহাদুরী

অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব বাহাদুর তার প্রথম জন্মদিন পালন করল ১০ জুলাই তপন থিয়েটারে। এইদিন তাদের ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন সাহিত্যিক শৈলেন ঘোষ। এছাড়াও এইদিন মঙ্গলযাত্রার সাক্ষী হয়ে রইলেন উপস্থিত সকলে। ডঃ দেবীপ্রদাস দুয়ারী ভারতের মঙ্গল যানের নানান তথ্য দিয়ে মঙ্গলের দিকে একধাপ এগিয়ে দিলেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো পরিণাম হতে পারে ব্রাজিলের?

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবল মক্কা তথা নিজের দেশে শোচনীয় হারের পরে ব্রাজিলের ফুটবল ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে গোটা বিশ্বজুড়ে। সাধারণ মানুষ তো বটেই বিশেজ্ঞরাও মেতে উঠেছেন চুল চেরা বিশ্লেষণে। জার্মানির কাছে এক-দু গোল নয় রীতিমতো সাত-সাতটি গোল খেয়ে হার মানতে হয়েছে সাম্বার দেশকে। এর পরেও রেহাই মেলেনি। তৃতীয় এবং চতুর্থ হওয়ার লড়াইয়ের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের কাছে ০-৩ হেরে কপর্দক শূন্য হয়ে ফিরতে হয়েছে স্কোলারির দলকে। সারা ব্রাজিল জুড়ে এখন চলছে রাষ্ট্রীয় শোকের পালা। সরকারিভাবে ঘোষণা না হলেও অলিখিতভাবে ব্রাজিলের ঘরে ঘরে এখন হাহাকার পর্ব চলছে। অথচ এই ব্রাজিল পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতে সবার আগে রয়েছে। এবারের বিশ্বকাপ জেতার পর জার্মানির দখলে চারবার এসেছে এই বিশ্বকাপ। অপরদিকে ইতালিও চারবার কাপ ঘরে তুলেছে। এরপর উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনা যথাক্রমে দু'বার করে বিশ্বজয়ী হয়েছে। তাও ব্রাজিলের এই পরাজয় কোনওমতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এর পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র আছে কি না তারও খোঁজ খবর চলছে দেশজুড়ে। এমনকী বিশ্বের অন্যান্য ফুটবল খেলিয়ে দেশেও ব্রাজিলের এই ম্যাসাকার নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। সারা দুনিয়ার মতো হুজুগে নগরী হিসেবে পরিচিত তিলোত্তমা কলকাতাতেও ব্রাজিলের পরাজয় পর্বের প্রচুর তর্ক-বিতর্ক চলছে। পাড়ায়-পাড়ায়, বাসে-ট্রামে, অফিস-কাছারিতে এখনও চায়ের পর চায়ের কাপ শেষ হয়ে যাচ্ছে এই আলোচনায়। সত্যিই ব্রাজিলের পরাজয় নিয়ে চর্চা করার বহু কারণ আছে। কারণ, টিমটার নাম ব্রাজিল। ফাইনালে আর্জেন্টিনাও পরাজিত হয়েছে জার্মানির কাছে। কিন্তু তারা যথেষ্ট ভাল খেলা প্রদর্শন করেছে। আর্জেন্টাইন মেসি এবারে সবচেয়ে দামি ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন। প্রাথমিক শোকের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে আর্জেন্টিনা এখন এই বিশ্বকাপের সুখ স্মৃতি রোমন্থন করছে। হল্যান্ড কোনওবারই বিশ্বকাপ পায়নি। তাও তারা এবারেও তৃতীয় স্থান পেয়েছে। গতবারের দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে রানার্স হয়েছিল ফ্যান পার্সির দেশ। মোটামুটিভাবে ফুটবল দুনিয়ার প্রথম কটি দলের মধ্যেই বছরের পর বছর থেকে গিয়েছে হল্যান্ড। গতবারের চ্যাম্পিয়ন স্পেন এবারের বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডের পর বিদায় নিলেও সে দেশের ফুটবলারদের অসম্মান করা হয়নি। একই ঘটনা প্রযোজ্য একবার করে বিশ্বকাপ জেতা ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের জন্য। সেদিক থেকে দেখলে নেইমার এবং অধিনায়ক থিয়েগো সিলভাকে ছাড়া মাঠা নামা ব্রাজিলের পরাজয় নিয়ে অতটা হেলদোল থাকার কথা নয়। কারণ, এই ব্রাজিলই তো পাঁচ-পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে। রোনাল্ডোর জোড়া গোলে শেষবার ২০০২ সালে এই জার্মানিকেই হারিয়ে বিশ্বকাপ জয়ী হয়েছিল তারা। তাও গোটা ব্রাজিল আজ মুহ্যমান। এর মূল কারণ শুধুমাত্র পরাজয় নয়। জার্মানির কাছে এবং পরে হল্যান্ডের কাছে রীতিমতো গো হারান হেরেছে ব্রাজিল দল। এই অস্বস্তিটা কিছুতেই দূর করতে পারছেন না সাম্বার দেশের মানুষ। তাই কোপাকাবানাতে এখন বসে গিয়েছে কার্যত শ্রাদ্ধের আসর।

ব্রাজিলের এই পরাজয় বা ক্রমশ রসাতলের দিকে তলিয়ে যাওয়া মনে করাচ্ছে ক্রিকেট বিশ্বের একসময়ের শক্তিধর দেশ ওয়েস্টইন্ডিজকে। ক্যারিবিয়ানরাও ব্রাজিলের মতোই তৃতীয় বিশ্বের পিছিয়ে পড়া মানুষ। সমুদ্রতটকে সামনে রেখে যেমন ব্রাজিলিয়ানরা ফুটবল খেলাটা শুরু করে একইভাবে ওয়েস্টইন্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ যেমন গায়না, বার্বাডোজ, অ্যান্টিগুয়া প্রভৃতি স্থানেও বাচ্চারা শৈশবকাল থেকেই ব্যাট-বল নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে সমুদ্রের ধারে। এইখানে ফুটবল এবং ক্রিকেট দুনিয়ার দুই সেরার বিস্তর মিল। ক্রিকেটের মক্কা হিসেবে একসময় অভিহিত করা হত ওয়েস্টইন্ডিজকে। স্যার গ্যারি সোবার্স, ক্লাইভ লয়েড, আলভিন কালিচরণ, ভিভিয়ান রিচার্ডস, ব্রায়ান লারা-এর মতো তারকারা উঠে এসেছেন এই তৃণমূল স্তর থেকেই। ব্যাটসম্যানদের নাকানিচোবানি খাওয়ানো বোলার হল, গ্রিফিথ, মার্শাল, গার্নার, রবার্টস, হোল্ডিং-রা। এদের দাপটে জুজু হয়ে থাকত পৃথিবীর তাবড় নামি দামি ব্যাটসম্যানরা। দু'বার একদিনের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়নও হয় ওয়েস্টইন্ডিজ। সেই ক্যারিবিয়ানরাই এখন ক্রিকেটের দুনিয়ায় বামনে পরিণত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং ভারতও বলে বলে এখন ওয়েস্টইন্ডিজকে হারিয়ে দেয়। ক্যারিবিয়ানদের ক্রিকেট গৌরব এখন বালিয়াড়ির ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। এবারের বিশ্বকাপের আসরে ব্রাজিল যেভাবে দুরমুষ হল জার্মানি এবং হল্যান্ডের কাছে তাতে আগামী দিনে তাদের পরিণতি ওয়েস্টইন্ডিজের মতোই হতে পারে বলে মনে করছেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। এর পিছনে ভাল ফুটবলার উঠে না আসা, দেশের ফুটবল জগতের দুর্নীতি, ক্রমশ বাড়তে থাকা গরিবী এবং ফুটবলের প্রতি অনীহা ব্রাজিলকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একই অবস্থা হয়েছিল গ্যারি সোবার্সের দেশেরও।

এখনকার ক্রিকেট বিশ্বে ওয়েস্টইন্ডিজ একেবারেই পিছনের সারির দল। এতো তাড়াতাড়ি ব্রাজিল ততটা পিছিয়ে না পরলেও আগামী দিনের অশনী সংকেত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মূলত যাঁরা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন তাঁরা এই সমূহ বিপদের গন্ধ পেয়ে গিয়েছেন। এই বিপদ এড়াতে ব্রাজিলের ফুটবল কাঠামো ঢেলে সাজানোর ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। নতুন ফুটবলারদের উত্থানের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ার কথাও প্রস্তাবে রয়েছে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে আগামী দিনের সম্ভাবনাময় প্রতিভাদের স্পট করে তুলে আনার চেষ্টা চরিত্রও শুরু হচ্ছে এবার। পেলে, গ্যারিঞ্চা, টোস্টা, জিকো, রোমারিও, বেবেতো, রোনাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, রবিনহো, কাকাদের মতো তারকারা যাতে আগামী দিনে ব্রাজিল টিমে প্রতিনিধিত্ব করেন সেইদিকটাও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। এবারে দেশের মাটিতে ব্রাজিলের এই পতনের জন্য কোচ স্কোলারির ভূমিকা ভিলেনের চোখে দেখা হচ্ছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব নতুন কাউকে দায়িত্ব দিয়ে এই দিকটা মেরামত করার উপর আলোকপাত করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে যাতে ক্যারিবিয়ানদের মতো সঙ্গীন অবস্থা না হয় তা নিয়ে সরকারি স্তরে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও বসতে চলেছে শীঘ্রই।

হ্যাং ওভার কাটেনি বাঙালির

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ শেষ। জানা হয়ে গিয়েছে এবারের বিশ্বকাপ জয়ী দলের নাম। সেই জার্মানি দলের বিজয় উৎসবের বহু ছবিও কদিন ধরে গণমাধ্যমের কল্যাণে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। এখন এই একমাস ফুটবল পর্ব কাটার পর খানিকটা হ্যাং ওভারের মধ্যে রয়েছে বাঙালি। বিশেষ করে বেশ কিছু ম্যাচের পোস্টমর্টেম করতে এখনও ব্যস্ত তারা। পাড়ায় পাড়ায় চায়ের দোকানে বসে এইসব গুলতানি চলছে দিনভর। একটা দিক থেকে বাঁচোয়া। এখন আর চোখ কচলাতে কচলাতে অফিস কাছারি যেতে হচ্ছে না। দফতরের বড়বাবুর বকুনি খেতে হচ্ছে না দেরিতে অফিসে আসার জন্য। তাও সেই রাত জাগা একমাস স্মৃতি পটে রয়ে গিয়েছে হুজুগের বাদশা বাঙালির। সামনে বড় ইভেন্ট বলতে দুর্গাপুজো। তাও এখনও অন্তত আড়াই মাস দূরে সেই শারদীয় উৎসবের দিনগুলি। মাঝের এইসময়টা বিশ্বকাপের নস্টালজিক আবহ নিয়েই কাটিয়ে দেবে গড়িয়া থেকে গড়িয়াহাটের বাসিন্দা। নেইমারের ছিটকে যাওয়ার জন্যই ব্রাজিলকে জার্মানির কাছে পিষ্ট হতে হয়েছে ১-৭ গোলে।

এখনও পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে এই দাবি করছেন এলাকার বেশ কিছু আবেগ মথিত যুবক। বয়স্করাও ভারি গলায় এদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। চায়ের দোকানের আসর এভাবেই জমছে এই ক'দিন। উরুগুয়ের সুয়ারেজকে কামড়ে দেওয়ার জন্য নির্বাসনে পাঠানোর ঘটনা এখনও মেনে নিতে পারছেন না অনেককেই। সুয়ারেজকে শাস্তি দেওয়া হলেও নেইমারকে জঘন্য ফাউল করা ফুটবলারকে কেন সামান্য হলুদ কার্ড দেখানো হল না তা নিয়েও চলছে জোর জল্পনা। এর পিছনে ফিফার অভিসন্ধি আছে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। টাকা খেয়ে কিছু দেশকে অন্যায়ভাবে হারিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছিল বলেও দাবি করছেন পাড়ার এই দামাল যুবকরা। এরজন্যও কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে সেই আন্তর্জাতিক ফুটবলের মসিহা বলে পরিচিত ফিফাকে। বিশ্বকাপের আসর বসবে আবারও চার বছর পর। এরমধ্যে গঙ্গা নদীর উপর দিয়ে অনেক জল বয়ে যাবে। তাও এই বিশ্বকাপে যা পাওয়া গেল না তা নিয়ে আপশোস চলছেই চলবে। অন্তত প্রথম ছ'মাস তো বিশ্বকাপ জ্বর কাটাতে পারবে না বাঙালি। ক'দিন পর অবশ্য ফের ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে গুলতানি শুরু হবে। কারণ, কিছুদিনের মধ্যেই এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। ইলিশ-চিংড়ি'র বিবাদ তাই চলতেই থাকবে। অবধারিত ভাবে এর মধ্যে চলে আসবে বিশ্বকাপের ম্যাচ থেকে আমাদের বাংলা বা ভারতীয় ক্লাবগুলি কি শিখতে পারল তার কথা। এটা ঠিক, সাধারণ মানুষের মতো কলকাতার বড় ক্লাবের ফুটবলাররা মনোযোগ দিয়ে এই বিশ্বকাপ দেখেছেন।

(এরপর সাতের পাতায়)

দীঘার সমুদ্র সৈকতে বিচ জাম্বানা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৯, ২০, ২১ জুন, ২০১৪ দীঘার সমুদ্র সৈকতে হয়ে গেল ৩ দিনের যোগ ক্যারাটে অর আধ্যাত্মিক উন্নয়নের অভিনব যুগলবন্দি। এর অয়োজক ছিল টাইগার ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং বজবজ জিম অ্যান্ড ক্যারাটে ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েশন। ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও সুদূর অন্ধ্র থেকেও প্রায় ৮০ জন শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করে। সামনে নীল সমুদ্রের হাতছানি, মাথার ওপর খোলা আকাশ, সোনালি বালুকা রাশি! ওপর কখনও মার্শাল আর্ট, কখনও মেডিটেশন গেমস, কখনও যোগের বিভিন্ন কলাকৌশল, মন ও শরীরকে তাজা করতে এর থেকে ভাল সেটিং আর কী হতে পারে। প্রাত্যহিক জীবনে এক ঘেয়েমি বিধ্বস্ত শরীর ও মনকে রিজুভিনিয়েট করতে এমন পরিবেশই চাই।

হাওড়া জেলার সালুক পাড়া ক্যারাটে সোসাইটির ১০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন ও তাদের ক্রীড়ার কৌশল দেখায় এবং সিংহ বাহিনী ক্যারাটের ৬ জন ছাত্রী ব্ল্যাকবেল্ট নেবার পরীক্ষা দেয়। এদের জনৈক ছাত্রী আফ্রিদী পেটের উপর দিয়ে মারুতি গাড়ি চালিয়ে সমবেত দর্শনার্থীদের চমৎকৃত করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিন একই বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং হয়। ট্রেনারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সীহান রাজকুমার দাস। অজিত কুমার দাস, বিপ্লব ঘোষ, রাজকুমার বাগ, আনোয়ার আলী খাঁন, চিন্ময় সিংহ ও

(এরপর সাতের পাতায়)

মনের খেয়াল

ঋতজা বসু, তৃতীয় শ্রেণী, রামমোহন মিশন স্কুল

ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

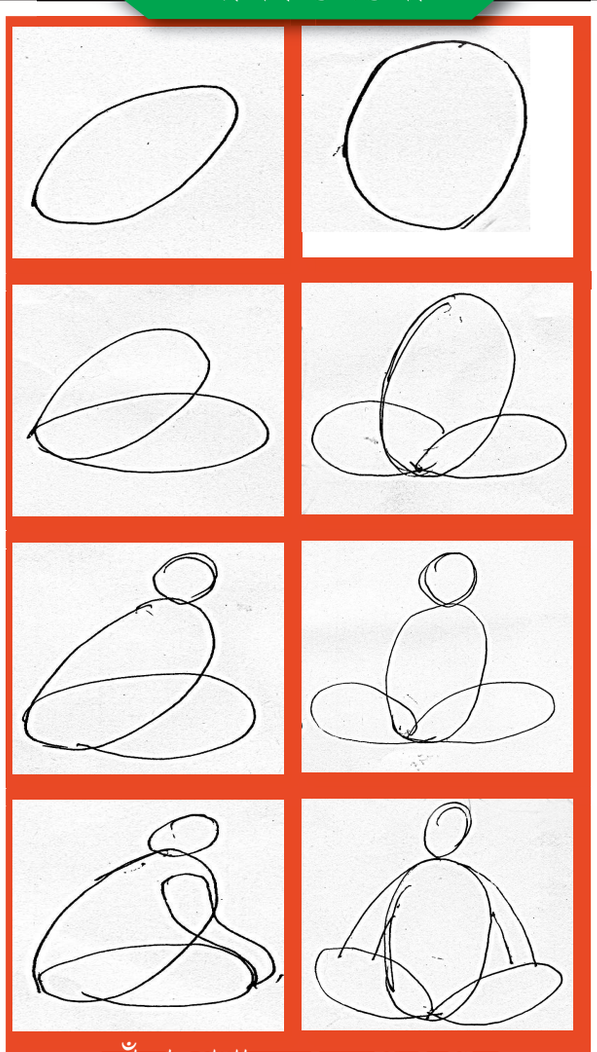

আঁকা শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

জেনে রেখো

২০ জুলাই, ১৯৭৮
বিপ্লবী বিমলকুমার সরকারের মৃত্যুদিন।

২১ জুলাই, ১৯০৯
শহীদ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের জন্মদিন।

২১ জুলাই, ১৯৮০
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন

২২ জুলাই, ১৯৩৩
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত'র মৃত্যুদিন। ১৯২৮-এ তিনি কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। রেঙ্গুন ও জালিয়ানওয়ালাবাগে আপত্তিকর বক্তৃতার জন্যে তিনি কারারুদ্ধ হন।

২৩ শে জুলাই ১৮৫৬
সুবিখ্যাত মণীষি দেশনায়ক বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্মদিন, লোকমাণ্য নাম অভিহিত সর্বভারতীয় এই জননায়ক 'গীতারহস্য' নামে প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

২৪ জুলাই, ১৯৫৪
সুবিখ্যাত গদর পার্টির অন্যতম অধিনায়ক বাবা গুরুদিত সিং-এর মৃত্যুদিন।

২৪ জুলাই, ১৮৮৮
ডাঃ সুরেন্দ্র বর্ধন-এর জন্মদিন।

ধাঁধা

দশে শির নহে বীর,
নহে সে রাবণ।
তাহারে কাটিয়া করে –
মনুষ্যে ভক্ষণ।

দুর্গাদাস সরকার

গত সংখ্যার উত্তর: শঙ্খ
উত্তরদাতা: স্বাতী চক্রবর্তী, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা

উত্তর পাঠাও এসএমএস পরিষেবার মাধ্যমে 9038640030 এই নম্বরে। প্রথম সঠিক উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ: ১৭.০৭.১৪ তারিখের মধ্যে। নাম, ঠিকানা ও বয়স অবশ্যই লিখবে।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।